CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-315 ■ 25 August, 2025 ■ আগরতলা ২৫ আগষ্ট, ২০২৫ ইং ■ ৮ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিহারে ভোটার তালিকা পুনর্বিবেচনা নিয়ে এনডিএকে কড়া আক্রমণ রাহুলের

আরারিয়া, ২৪ আগস্ট।। বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। রবিবার আরারিয়ায় 'ভোটার অধিকার যাত্রা'-র একটি জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গরিব ও প্রান্তিক শ্রেণির মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। তিনি বলেন, "সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে বেসরকারিকরণের পর এবার গরিবদের ভোটও চুরি করতে চাইছে। এই কাজ তারা নির্বাচন কমিশনের সাহায্যে করছে।"

রাহুল গান্ধী নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, "এটা এখন আর নির্বাচন কমিশন নয়, এটা 'ইলেকশন ওমিশন'। এসআইআর আসলে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে গরিবদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।" তিনি এই প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়ে বলেন, "সংবিধান দেশের প্রতিটি নাগরিককে সমান অধিকার দিয়েছে। এই প্রক্রিয়া সেই অধিকারের বিরুদ্ধে।"তিনি আরও বলেন, আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ও তার জোটসঙ্গীরা জনগণের কাছ থেকে কঠিন জবাব পাবে। "ভারত জোট বিহারে এই ভোট চুরির ষড়যন্ত্র সফল হতে দেবে না," জানিয়ে তিনি কর্মীদের প্রস্তুত থাকতে বলেন।

নির্বাচনী বিষয় ছাড়াও রাহুল গান্ধী কেন্দ্রীয় সরকারের বেকারত্ব ও অর্থনৈতিক নীতিরও সমালোচনা করেন। তাঁর অভিযোগ, মোদী সরকার গরিব ও যুব সমাজের কর্মসংস্থানের সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। তিনি বলেন, "বেসরকারিকরণের মাধ্যমে চাকরির সুযোগ ধ্বংস করে এবার তারা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে।"

প্রসঙ্গত, গত ১৭ আগস্ট সাসারাম থেকে শুরু হয়েছে কংগ্রেসের ১,৩০০ কিলোমিটার দীর্ঘ 'ভোটার অধিকার যাত্রা'। এই যাত্রা ১৬ দিনের মধ্যে বিহারের ২০টিরও বেশি জেলা পাড়ি দেবে এবং ১ সেপ্টেম্বর পাটনায় একটি মহাসভায় শেষ হবে। এই যাত্রার মূল উদ্দেশ্য হল ভোটাধিকার রক্ষার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া এবং এসআইআর-এর বিরোধিতা করা।রাহুল গান্ধীর এই মন্তব্যে বিহারের রাজনৈতিক পরিবেশে নতুন করে উত্তাপ ছড়িয়েছে। বিরোধীরা এই ইস্যুতে আরও সংগঠিত হয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়াতে পারে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মত।

মায়ের গমন অনুষ্ঠান ৪ অক্টোবর

শব্দ দূষণের বিষয়ে আরও বেশি সচেতন থাকার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

পূজায় আধিকারিকদের সমস্ত ছুটি বাতিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। আরও সুন্দরভাবে, উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে মায়ের গমন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে বৃহত্তর আগরতলার ক্লাবগুলির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। দুর্গাপূজার পর আগামী ৪ অক্টোবর আগরতলায় মায়ের গমন ও কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হবে। আজ মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে মায়ের গমন ও শারদ সম্মান প্রস্তুতি সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা সভাপতিত্ব করেন।

সভায় আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মায়ের গমন আয়োজন করতে গিয়ে কোথায় কোথায় ত্রুটি রয়েছে তা গত বছরের অনুষ্ঠান থেকে শিক্ষা নিতে হবে। সমস্যাগুলির সমাধান করতে হবে। প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় শব্দ দূষণের বিষয়ে আরও বেশি সচেতন হতে বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিনিধিদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানান। প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন দুর্গাপূজার আগেই যেন সারা রাজ্যে রাস্তাগুলি সংস্কার করা হয়। তিনি আশা প্রকাশ করেন আরও বেশি ক্লাব এবছর মায়ের গমন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পুজোর সময় আধিকারিকদের ছুটি দেওয়া হবে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে। যদি বিশেষ কোনো কারণ থাকে সেবিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে বিশেষ কোনো কারণ ছাড়া কোনো আধিকারিকের ছুটি মঞ্জুর হবে না। এছাড়াও চাঁদার বিষয়েও ক্লাবগুলিকে সচেতন করেছেন

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

দুই যুবকের সাহসিকতায় নতুন জীবন পেলেন মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেলাঘর, ২৪ আগস্ট।। মেলাঘর কলমক্ষেত গোমতী নদীতে থেকে উদ্ধার করা হল এক মহিলাকে। দুই যুবকের তৎপরতা ও সাহসিকতার কারণে মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা পেলেন ফিরোজা বেগম (৫২)নামে ওই মহিলা, তার বাড়ি মেলাঘর চর এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গতকাল রাত তিনটার দিকে ফিরোজা বেগম কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। সকালে ঘুম থেকে উঠে পরিবারের লোকজন তাকে না পেয়ে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেন।এরই মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়ে মহিলার নিখোঁজ হওয়ার। অবশেষে মেলাঘর কলম ক্ষেত গোমতী নদীতে ওই মহিলাকে ভেসে থাকতে দেখে দুই যুবক দ্রুত সাঁতরে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেন। উদ্ধারকারী দুই যুবক জানান, নদীর ওপার থেকে দেখা যায় এক মহিলা জলের উপর ভাসছে এবং তিনি দু'হাত নাড়াচ্ছেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে দুই যুবক নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং সাঁতরে গিয়ে তাঁ

কে নদীর ধারে নিয়ে আসেন।এরপর পরিবারের লোকজনদের খবর দেওয়া হয়। তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ফিরোজা বেগমকে বাড়িতে নিয়ে যান।

উদ্ধার হওয়ার পর ফিরোজা বেগম জানান, কেউ তাঁকে নদীতে ফেলে দিয়েছে। তবে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এর আগেও একাধিকবার তিনি নদীতে ঝাঁপ দিয়েছেন আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে। পরিবারের দাবি, তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ।

ঘটনায় দুই যুবকের উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহসিকতা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। তাদের তৎপরতা না থাকলে হয়তো আরেকটি প্রাণহানির ঘটনা ঘটতে পারত।

কমিউনিস্টরা সর্বদা উন্নয়ন বিরোধী ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। কমিউনিস্টরা সর্বদাই উন্নয়ন বিরোধী। এরা ত্রিপুরায় দীর্ঘদিন যুবদের খেলাধুলার উপযুক্ত পরিমন্ডল ও সুযোগ করে দেওয়ার বদলে, তাঁদেরকে বিভ্রান্ত করে দলীয় মিছিলের লাইন লম্বা করে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ আদায়ই ছিল প্রধান লক্ষ্য। আজ কুমারঘাট প্লে সেন্টার আয়োজিত কুমারঘাট ফুটবল টুর্নামেন্টে উদ্বোধন করে একথা বলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

তিনি আরো বলেন, বর্তমান সিপিএম রাজ্য সম্পাদক যখন বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে একটি ক্রীড়া সংস্থার চেয়ারম্যান ছিলেন , তখন ভারতের হয়ে আন্তর্জাতিক জিমন্যাস্ট আসরে যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু জটিলতায় সিলেকশনের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন সোনার মেয়ে দীপা কর্মকার। কিন্তু সেই সময়ে তৎকালীন ক্রীড়া সংস্থার চেয়ারম্যান যিনি বর্তমান সিপিএম সম্পাদক, তাঁর কোন ভূমিকা বা প্রচেষ্টাই ছিল না দিপাকে সেই সুযোগটি করে দেওয়ার ক্ষেত্রে। আজ কুমারঘাট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নাম না করে জিতেন্দ্র চৌধুরীকে এভাবেই তির্যক আক্রমণ শানালেন সাংসদ তথা ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

এদিন, বিপ্লব কুমার দেব দাবি করেন তিনি প্রদেশ বিজেপির সভাপতি থাকাকালীন সময়ে বিজেপি নেতৃত্বদের ও সর্বানন্দ সনোয়ালের আন্তরিক প্রচেষ্টায় দীপা আন্তর্জাতিক আসরে খেলার সুযোগ পেয়েছিলো। আর তার জন্যই দীপা তার যোগ্য প্রাপ্য সুযোগটি পেয়েছে। আর তা শুধু পেয়েছে বলেই দীপা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজেকে প্রমাণিত করে শুধুমাত্র রাজ্য নয় গোটা দেশের নাম

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বনমালিপুরে চুরি ২০ লাখের স্বর্ণালঙ্কার ও অর্থ নিয়ে পালালো চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। শহরের প্রাণকেন্দ্র বনমালীপুর ইয়ংস কর্নার ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। বাড়ি থেকে প্রায় ২০ লাখ টাকার স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ অর্থ নিয়ে চম্পট দিয়েছে চোর। ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে পুরো এলাকায়।

বাড়ির মালিক শুক্লা দেববর্মা জানিয়েছেন, তিনি গত রাতে বাড়িতে ছিলেননা। বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে চোরের দল তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে আলমারির ভেতর রাখা স্বর্ণালঙ্কার সহ নগদ অর্থ নিয়ে চম্পট দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্তে নেমেছে।

ঘটনার পর এলাকাবাসী আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। তাদের অভিযোগ,

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতির ফলে

বহি:রাজ্যে রেফারের সংখ্যা কমে ৩ ভাগের ১ ভাগ হয়েছে ঃ স্বাস্থ্য সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। সাম্প্রতিককালে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার চিত্র অনেকটাই উন্নত হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার আন্তরিক সদিচ্ছার কারণেই রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার মান ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছে। আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে এ সংবাদ জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাস্থ্য সচিব আরও জানান, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও জি.বি.পি. হাসপাতাল সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের জন্য উন্নত ও আধুনিক ব্যবস্থা উপলব্ধ রয়েছে। রাজ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলেই বহিরাজ্যে রেফারেল রোগীর সংখ্যা ৩ ভাগের

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে বিক্ষোভ মিছিল

কমিশনকে হাতিয়ার বানিয়ে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে বিজেপি ঃ আশীষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ আগস্ট।। "ভোট চোর গদি ছোড়" স্লোগানকে সামনে রেখে আজ ধর্মনগর জেলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে এক বিক্ষোভ র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মনগর শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে আয়োজিত এই র‍্যালিতে জেলা কংগ্রেস নেতৃত্বের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক অংশ নেন। র‍্যালি শেষে আয়োজিত পথসভা থেকে জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে বিজেপি সারা দেশে ভোট চুরির মাধ্যমে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে প্রহসনে পরিণত করছে। এর ফলে দেশের নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। বক্তারা দাবি করেন, "ভোট চুরি বন্ধ করতে হবে, নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে হবে।" এদিনের কর্মসূচিতে রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন সমীকরণেরও আভাস মেলে। বিজেপি দল ছেড়ে ১১ পরিবারের মোট ৩৯ জন সমর্থক জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে দলে বরণ করে নেন।

কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, জনগণ আজ বিজেপির ভোট চুরি ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ধ্বংসের রাজনীতিতে বিরক্ত হয়ে বিকল্প শক্তি হিসেবে কংগ্রেসের দিকেই

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ
আগরতলা,২৫ আগস্ট২০২৫ ইং
৮ ভাদ্র, সোমবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সংবিধানই ভারতীয়দের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ

সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতবর্ষে নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান এবং নানা জাতি ,নানা ধর্মের মানুষের বসবাস। ধর্মনিরপেক্ষতাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূল হাতিয়ার। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতবর্ষের প্রতিটি নাগরিকের অধিকার সুরক্ষা করিতে দেশের সংবিধানে রক্ষাকবচ রহিয়াছে। বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ মানিয়া চলেন। আমাদের ভারতীয়দের মধ্যে নানা ধর্মের প্রচলন থাকিলেও ভারতীয়দের একমাত্র গণতান্ত্রিক ধর্মগ্রন্থ হইল ভারতের সংবিধান। ভারতীয় সংবিধানের প্রতিটি ধারা সঠিকভাবে কার্যকর করিতে গণতন্ত্র রাষ্ট্রকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতীয় সংবিধানের যাহাতে কোন ধরনের অমর্য্যাদা না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বিচার বিভাগ, আইনসভা ও নির্বাহী বিভাগ এরা সকলেই কেবলমাত্র মানুষের সেবা করিবার জন্য আছে। তাহাদের মাধ্যমেই নিশ্চিত করিতে হইবে ন্যায়বিচার যেন দ্রুততম সময়ে এবং ন্যূনতম খরচে মানুষের কাছে পৌঁছিয়া যায়। ভারতের প্রধান বিচারপতি বিআর গাবাই এমনটাই মনে করেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, 'আমি সব সময় বিকেন্দ্রীকরণের দৃঢ় সমর্থক। ন্যায়বিচার মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হইবে। না আদালত, না বিচার বিভাগ, না আইনসভা কারোরই অস্তিত্ব রাজপরিবার, বিচারপতি বা নির্বাহী সদস্যদের জন্য নয়। আমরা সবাই আছি মানুষের কাছে ন্যায়বিচার পৌঁছিয়া দিতে।'বি আর আম্বেদকরকে উদ্ধৃত করিয়া গাবাই বলিয়াছেন, 'বাবাসাহেব ভারতের ঐক্যের দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। তিনি সব সময় বলিতেন, প্রথমে ভারত এবং শেষেও ভারত। তিনি আশ্বাস দিয়াছিলেন, আমাদের সংবিধান শান্তি ও যুদ্ধ উভয় সময়েই ভারতকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী রাখিবে।' আম্বেদকর সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতা ছাড়া রাজনৈতিক সমতার কোনও মূল্য নাই।বিচারব্যবস্থা ও সংবাদমাধ্যম: অভিন্ন নীতি মিল ও অমিল' শীর্ষক প্রেম ভাটিয়া স্মারক বক্তৃতা ২০২৫ দিতে গিয়া ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না বলিয়াছেন, দেশের বিচার বিভাগ ও সংবাদ মাধ্যমকে ন্যায়নিষ্ঠ ও নির্ভীক হইতে হইবে। গণতন্ত্র রক্ষায় বিচারব্যবস্থা ও সংবাদ মাধ্যমের যৌথ দায়িত্ব রহিয়াছে। এই দুই প্রতিষ্ঠানকেই জনগণের আস্থা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে হইবে। বিচারব্যবস্থা ও সংবাদ মাধ্যম উভয়ই কার্যনির্বাহী বিভাগের উপর এবং সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক ভূমিকা পালন করে। তাহাদের বৈধতা আসে নির্বাচনের মাধ্যমে নয়, বরং মানুষের আস্থা থেকে।পক্ষপাত, বৈমষ্য বা মেরুকরণের দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া সংবাদ মাধ্যমকে শালীন ভাষা, ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবের অবাধ বিনিময় বজায় রাখিতে হইবে, যাহাতে গণতান্ত্রিক আলোচনা প্রাণবন্ত হইয়া ওঠে। আদালতকক্ষ ও সংবাদকক্ষের মধ্যে মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। তাহা হইলো, উভয়ের ভিত্তি ন্যায্যতা, নিরপেক্ষতা ও পূর্বাগ্রহ প্রতিরোধের ওপর নির্ভরশীল। তথ্য যদি ভুল বা অসম্পূর্ণ হয়, তবে সিদ্ধান্তও ত্রুটিপূর্ণ হইবে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কেবল তখনই সীমিত করা যায় যখন তাহা অরাজকতা বা সহিংসতা উসকে দেয়। সংবিধানের ১৯(২) অনুচ্ছেদের অধীনে বিধিনিষেধ হইতে হইবে যুক্তিসঙ্গত, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পরিস্থিতি-সাপেক্ষ।সামাজিক সমাজ মাধ্যমের চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গে বলা যায়, এটি জ্ঞানের গভীরতা কমাইয়ায়ে দিতেছে। বিতর্কের মেরুকরণ করিতেছে এবং ধারাবাহিক বিষয়বস্তুর কারণে সংখ্যালঘু মতামতকে প্রান্তিক করিয়া তুলিয়াছে। যদিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তথ্যপ্রাপ্তি বাড়াইতেছে , তাহা প্রায়শই সংলাপের পরিবর্তে ক্ষোভ বাড়াইয়া দিতেছে।ভারতের প্রধান বিচারপতি বি আর গাবাই সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে বলিয়াছেন, 'প্রতিটি ধর্মের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ আছে। কিন্তু প্রত্যেক ভারতীয়ের জন্য সংবিধানই সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। আমাদের প্রথম আনুগত্য এর প্রতিই থাকা উচিত। আদালত হোক সাংবিধানিক নৈতিকতার মন্দির। দেশকে এগোতে হইবে, কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিনিময়ে নয়। সংবিধানের অন্যতম মৌলিক কর্তব্য হইলো এগুলি সংরক্ষণ ও রক্ষা করা।

জিরানীয়া কৃষি মহকুমারও প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধির সুফল পাচ্ছেন কৃষকরা

গৌতম দাস

ভারতের অর্থনীতির মেরুদন্ড হলো কৃষি। এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত কোটি কোটি কৃষক। তাদের আর্থিক নিরাপত্তা ও সম্মানজনক জীবন যাপনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি চালু করে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্প। দেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের নিরবচ্ছিন্ন আর্থিক সহায়তা প্রদান, তারা যাতে বীজ সার কীটনাশক এবং অন্যান্য কৃষি সংক্রান্ত খরচ নির্বাহ করতে পারেন এবং ঋণের ফাঁদে পা না পড়ে সে লক্ষ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্প চালু করেছে। এ প্রকল্পে দেশের সকল ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের বছরে ছয় হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এই টাকা তিনটি কিস্তিতে কৃষকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ডিবিটি-র মাধ্যমে সরাসরি পাঠানো হয়। যেসব কৃষকদের নিজস্ব কৃষি জমি আছে এবং যারা সক্রিয়ভাবে কৃষিকাজে যুক্ত তারাই এই প্রকল্পের আওতায় অগ্রসেন। জমির মালিকানা থাকতে হবে কৃষকের নামে।

ত্রিপুরা রাজ্যেও হাজার হাজার কৃষক এই প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি উপকৃত হচ্ছেন। প্রতিটি কিজির টাকা নির্ধারিত সময়ে তাদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাচ্ছে। রাজ্যের কৃষি দপ্তরের সক্রিয় ভূমিকায় প্রকল্প বাস্তবায়নে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছতা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। সারা রাজ্যের সঙ্গে জিরানীয়া কৃষি মহকুমার কৃষকরাও আজ নতুন আশার আলো দেখছেন। তাদের পরিশ্রমে আজ মাঠে সোনার ফসল ফলছে। তাদের সেই স্বপ্ন পূরণের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক শক্তি হয়ে উঠেছে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি প্রকল্প। যা জিরানীয়া কৃষি মহকুমার কৃষকদের মধ্যে নতুন উদ্যম ও আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি করেছে। তিনটি কিস্তিতে সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অর্থ হস্তান্তরের ফলে কৃষকরা নিজেদের মতো করে বীজ, সার, কীটনাশক, কৃষি উপকরণ ইত্যাদি সংগ্রহ করে কৃষিকাজে আরোও মনোনিবেশ করতে পারছেন। বলা চলে, এই প্রকল্পের সুফল আজ শুধু কাগজে কলমে নয়, বাস্তব চিত্রেও দৃশ্যমান। বহু কৃষক যারা পূর্বে অর্থাভাবে সঠিক সময়ে চাষ শুরু করতে পারতেন না, আজ তারা এই সহায়তাকে পুঁজি করে সময় মতো বিভিন্ন ফসল চাষ করতে পারছেন এবং ফলনও তুলনামূলকভাবে ভালো হচ্ছে। জিরানীয়া কৃষি মহকুমার কৃষি তত্ত্বাবধায়ক সোমেন কুমার দাসের সক্রিয় সহযোগিতায় কৃষকদের নাম নথিভুক্তকরণ, আধার সংযুক্তিকরণ, ব্যাঙ্কের তথ্য যাচাই প্রভৃতি কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে সৃষ্টি হয়েছে স্বচ্ছতা। এই আর্থিক সহায়তা কেবল চাষবাসের খরচ মেটাতে নয়, কৃষকদের আত্মবিশ্বাস এবং আত্মমর্য্যাদার প্রতীক হয়ে উঠেছে। প্রকল্পটি যেন এক নীরব সহচর, কৃষকদের পাশে থাকা এক নীরব সঙ্গী। এই মুহূর্তে জিরানীয়া কৃষি মহকুমার অন্তর্গত ৩ হাজার ৬৭১ জন কৃষক সরাসরি এই প্রকল্পের সুবিধাভোগ করছেন। এই অর্থ সহায়তা চাষের মরসুমের শুরুতেই কৃষকদের মনে সাহস ও উদামতা এনেছে। কৃষকরা এখন আর তেমন ঋণের বোঝায় জর্জরিত নন। বরং সরকারি সহায়তা সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে, সময়মতো জমি প্রস্তুত করা, বীজ বোনা, সার দেওয়া, ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করছেন। এতে তাদের ফসলের উৎপাদন যেমন বেড়েছে, তেমনি উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে আয়ও বেড়েছে।

এই প্রকল্পে কৃষি জীবনে এনে দিয়েছে নতুন গতি ও স্থিরতা। মোট ৩ হাজার ৬৭৯ জন কৃষকের মধ্যে জিরানীয়া ব্লক এলাকার ২ হাজার ১৬ জন কৃষক এই প্রকল্পের সরাসরি সুবিধা পাচ্ছেন। তাদের অনেকেই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক। বছরের পর বছর ধরে কৃষিকাজে লেগে থাকা এই মানুষদের কাছে এই অর্থ সহায়তা যেন নির্ভরতার এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। এছাড়াও জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েত এলাকার এক হাজার ৪৬৫ জন কৃষক এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। এই কৃষক পরিবারগুলো কৃষিকাজের পাশাপাশি বিকল্প আয়ের উৎস খুঁজে পেতে এই প্রকল্পের সহায়তায় আরও উদ্যোগী হয়ে উঠেছেন। অনাদিকে রানীরবাজার পুর এলাকার ১৯৮ জন কৃষক এই সুবিধার আওতায় এসেছেন। এই অঞ্চলের কৃষকেরাও এখন আধুনিক কৃষি পদ্ধতিতে আগ্রহী হচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি প্রকল্পের সুফল ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে প্রান্তিক কৃষকদের দুয়ারে। এমনই এক প্রান্তিক ও পরিশ্রমী কৃষক প্রসেনজিৎ রুদ্রপাল। পেশায় তিনি মূলতঃ একজন সব্জি চাষি। তার ফসলের বৈচিত্রা বজায় রাখতে তিনি অনান্য শস্য চাষেও সমান মনোযোগী। প্রসেনজিৎ বাবু জানান, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পের মাধ্যমে তিনি প্রতি বছরে ৬ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা পান। তার ভাষায় এই অর্থ তাঁর চাষের খরচে বিরাট সাহায্য করে। বীজ, সার, কীটনাশক কিংবা কৃষি শ্রমিকের খরচ সব ক্ষেত্রেই, এই টাকা তাকে কিছুটা স্বস্তি এনে দিয়েছে। ঠিক তেমনি এক নিবলস পরিশ্রমী জনজাতি কৃষক বিশুরাম দেববর্মী, যিনি জিরানীয়া কৃষি মহকুমার অধীন কৈয়াচানবাড়ি ভিলেজ কমিটি এলাকার বাসিন্দা। দীর্ঘ দিন ধরেই কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত। তিনি মূলতঃ জুম ও মিশ্র কৃষির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে আসছেন। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পের মাধ্যমে পাওয়া অর্থ কৃষি কাজে ব্যয় করেন। এই সহায়তা না থাকলে চাষের খরচ মেটানো আরও কষ্টসাধ্য হয়ে উঠত। বিশুরাম দেববর্মার মতো অনেক জনজাতি অংশের কৃষক আজ এই প্রকল্পের সুফল পেয়ে নতুন করে গড়ে তুলেছেন নিজেদের স্বপ্ন ও আগামী ভবিষ্যৎ।

গত ২ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তর প্রদেশের বারাণসী থেকে প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি যোজনার ২০তম কিস্তির অর্থ সরাসরি দেশের কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করেন। এই অর্থ স্থানান্তরের মধ্যদিয়ে কৃষকদের পাশে থাকার অঙ্গীকার আরও একবার পূর্ণতা পায়। এই উপলক্ষে জিরানীয়া কৃষি মহকুমার রাণীরবাজার পুর পরিষদ এলাকার কৃষক মরন দেবনাথ ও চন্দন দেবনাথ এবং মজলিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষক নারায়ণ রুদ্রপাল ও হারাধন রুদ্রপালরা খুবই খুশি তাদের মতে প্রাপ্ত অর্থ কৃষিকাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই মহতী উদ্যোগ আমাদের জীবন যাত্রার মান বদলে দিয়েছে। এই কর্মসূচি একদিকে যেমন কৃষকদের আর্থ ও সামাজিক মান উন্নয়ন করছে, তেমনি আধুনিক কৃষির পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

বাংলাভাষাকে "বাংলাদেশি" বলা মানে এ দেশের আপামর বাঙালিকেই অ-নাগরিক করা

স্বপনকুমার মণ্ডল

বেশ কিছুদিন ধরেই মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, হরিয়ানা, দিল্লি, ওড়িশা প্রভৃতি রাজ্যে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের উপরে নির্মম অত্যাচার, নির্যাতনের খবর সংবাদমাধ্যমে শোরগোল ফেলে দেয়। তার আসল রহস্য ক্রমশ ঘটনাপরম্পরায় উন্মোচিত হতে থাকে। সেখানে শুধুমাত্র বাঙালি পরিযায়ীদের উপরে নির্বিচারে যেভাবে আক্রমণ নেমে এসেছে, তা থেকেই তার আসল লক্ষ্য বেরিয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে অবৈধ বাংলাদেশি মুসলমান থেকে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে এ দেশ থেকে বিতাড়নের প্রয়াসে যেভাবে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর নির্মম অত্যাচারের কথা ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে আপনাতেই বাঙালিবিরোধী আবহ প্রকট মনে হয়। রাজনৈতিক অভিসন্ধি চরিতার্থ করার স্বার্থে বাংলাভাষা থেকে বাঙালি আজ ভয়ঙ্কর সংকটের মুখে। নবান্নে দিল্লি পুলিশের পাঠানো একটি চিঠিতেই বাঙালির ভাষাকেই বাংলা না বলে "বাংলাদেশি" বলে অভিহিত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বিজেপি-র আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য আবার সেই আগুনে ঘি ঢেলে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, বাংলা বলে কোনও ভাষা নেই। অর্থাৎ প্রথমে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাঙালি মুসলমানদের ভাষাকে বাংলাদেশি বলে চিহ্নিত করার মধ্যে যাও- বা সে দেশের অঞ্চল ভেদে দূর্বোধ্য আঞ্চলিক উপভাষার যুক্তি খোঁজার অবকাশ ছিল, অমিত মালব্যর অভিনব মূল্যায়নে তাও আর রইল না। অন্যদিকে বাঙালির প্রতি ভিন্নাজ্যের মানুষের মধ্যে বিদ্বেষী মনোভাব জাগিয়ে তোলার প্রয়াস বর্তমান, তা এখন প্রকাশ্যে চলে এসেছে। এমনিতেই বাঙালিবিরোধী মানসিকতা অবাঙালিদের মধ্যে বর্তমান। বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের অবৈধ নির্য্যাতন থেকে আটক এবং পুশব্যাক করে বাংলাদেশে পাঠানোর আবর্তের মধ্যেই আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সেরাজ্যে বাঙালিরা সেন্সাসের সময় বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা লিখলে বিদেশি চিহ্নিতকরণ সহজ হবে বলে যে ভয়ঙ্কর হুমকি দেন, তা শুধু সেই রাজ্যেরই নয়, দেশের আপামর বাঙালির মধ্যেও নতুন করে তীব্র আতঙ্ক সৃষ্টি করে। এ তো রীতিমতো বাঙালিবিদ্বেষ। এমনিতেই সেখানে আশির দশক থেকে বাঙালি "খেদাও" তথা বিতাড়নের ট্র্যাজিক ইতিহাস এখন আরও ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সমান সক্রিয় যা গভীর উদ্বেগজনক। সেই ইতিহাসের সঙ্গে এস আর সি - সি এ এ -এর জুথ জুড়ে অনুপ্রবেশকারী বিদেশিদের চিহ্নিত করার আয়োজনে আতঙ্কিত বাঙালির মনে অস্তিত্ব সংকটের নিবিড় হাতছানি জেগে থাকে। তার উপরে সেন্সাসে বাংলা মাতৃভাষা মানেই বিদেশি'র সিদ্ধান্ত তথা মাতৃভাষা বাংলা লেখার দায়ে বাঙালি না বুঝিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কথায় বাংলাদেশি চিহ্নিতকরণের সুবিধার চেতাবনি তো দেশান্তর করার আগাম হুঁশিয়ারি প্রকাশ। নির্বাচন কমিশনে বিহারের ভোটার তালিকা বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এস আই আর -এর প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক বাতাবরণে তা আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছে। এরপর যে পশ্চিমবঙ্গের পালা। শুরু হবে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের বিতাড়নের কর্মযজ্ঞ, তাও একপ্রকার আতঙ্কিত চেতাবনি। সেক্ষেত্রে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকের ক্ষেত্রেই শুধু নয়, বাংলা বললেই বাংলাদেশি ধরে নেওয়ার আতঙ্ক বাঙালিমাত্রেরই গভীর উৎকণ্ঠায় বিষয় হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পেরিয়ে গেলেও বাঙালি এখনও ভারতীয় হতে পারল না, বাংলাদেশি থেকে গেল, ভাবা যায়।

মাতৃভাষা মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত। সব মাতৃভাষা ভাষা হয়ে ওঠে না, সব ভাষাও মাতৃভাষার গরিমা পায় না। আসলে মাতৃভাষা মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো অবিচ্ছেদ্য। এজন্য দেশান্তর হলেও লোকের মাতৃভাষা একই থেকে যায়। কারও মাতৃভাষা কেড়ে নেওয়া মানেই তার অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলা। এই মাতৃভাষার গরিমাকে আন্তর্জাতিক স্তরে ছড়িয়ে দিয়েছে বাংলাভাষীই। শুধু তাই নয়, ভাষার অধিকার আদায়ে বাংলাভাষীরাই একটি স্বাধীন দেশের জন্ম দিয়েছে। সে দেশটির নামই বাংলাদেশ। আর যে দেশটি বাংলাদেশকে স্বাধীন হতে সাহায্য করেছে, তার নাম ভারত। অখণ্ড ভারতবর্ষ থেকেই ধর্মভেদে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র থেকে সময়ান্তরে তিনটি স্বাধীন দেশ হয়েছে। অথচ বাঙালির ঐক্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ধারকবাহক বাংলাভাষার গৌরব তাতে কমেনি। ভারতে হিন্দির পরেই বাংলাভাষায় সবচেয়ে বেশি লোক কথা বলে। এ দেশের জাতীয় সঙ্গীত থেকে জাতীয় স্ত্রোত্র কৃতী বাঙালিদ্বয়ের লেখা। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত এ পার বাংলার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত। শ্রীলঙ্কার জাতীয় সঙ্গীতেও রবীন্দ্রনাথের অবদান অনস্বীকার্য। সেক্ষেত্রে বাঙালির গৌরব ও গর্ব তার মাতৃভাষা বাংলা। সেই ভাষাই দেশের সংবিধান স্বীকৃত ভাষা। বাংলাকে ২০২৪-এ ধ্রুপদি ভাষার বনেদি মর্যাদা বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারই প্রদান করে। এই ভাষা থেকেই শুধু ভারতেই নয়, এশিয়া মহাদেশের মধ্যে সাহিত্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার এসেছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, অখণ্ড ভারতে বঙ্গদেশেই দুই বার নবজাগরণ ঘটেছে। ষোড়শ ও উনিশ শতকের নবজাগরণের বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। উনিশ শতকের কলকাতাকেন্দ্রিক নবজাগরণে বাংলা সাহিত্যেই সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে অখণ্ড ভারতে প্রথম বাংলা ভাষাই আন্তর্জাতিক খ্যাতি পায়। অন্যদিকে দেশের প্রথম আধুনিক ভারতীয় একজন বাঙালি। তাঁর নাম রাজা রামমোহন রায়। শুধু তাই নয়, বাংলা চলচ্চিত্রেই ভারতরত্ন সত্যজিৎ রায় অস্কার পুরস্কার লাভ করেন। অথচ বাংলা বলে কোনও ভাষা নেই বলেই তাকে বাংলাদেশি নামকরণ করা অত্যন্ত গর্হিত ও ঘোরতর অন্যায় মনে হয়। বাংলাভাষাকে অস্বীকার মানে বাঙালিকেই শুধু অপমান করা নয়, তার অস্তিত্বকেও অস্বীকার করা। বাংলাদেশের ভাষা "বাংলাদেশি" নয়, শুধুই বাংলা। সে দেশের মানুষের জাতীয়তা "বাংলাদেশি"। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের বাংলাভাষার রকমারি আঞ্চলিক উপভাষা আছে। বাংলাভাষার পাঁচটি মুখ্য উপভাষার একটি পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশে বর্তমান। তার নাম বঙ্গালি। সেটিকে বাংলাদেশি ভাষা বলেও কাউকে সেই ভাষায় কথা বলতে শুনলেও তাকে বাংলাদেশি বলা যায় না। কেননা ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের ট্র্যাজিক পরিণতিতে ভারতে আসা অসংখ্য বাঙালি সেই প্রাণের ভাষা বঙ্গালি উপভাষাকে বয়ে এনেছে। আসলে মাতৃভাষা তো মায়ের ভাষাই নয়, ভাষাটাই মা। সে মায়ের সঙ্গে নাড়ির যোগ অবিচ্ছেদ্য। এজন্য এ পার বাংলার অসংখ্য মানুষের ভাষাতেও বাংলা মায়ের আপন ভাষা শোনা যায়।

> পরিযায়ী বাঙালি শ্রমিককে বাংলাদেশি বলা শুধু মিথ্যাচারই নয়, অপরাধও। বহুভাষাভাষীর ভারতে বাঙালিবিদ্বেষী আবহ যাতে আরও বিস্তার লাভ না করে, এজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আশু পদক্ষেপ জরুরি। অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বিতাড়নের অজুহাতে দেশের অসংখ্য বাংলাভাষী মানুষকে অবিশ্বাস থেকে অস্বীকার করা শুধু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে বিনষ্ট করবে না, সেই সুযোগে বিচ্ছিন্নতাবাদী অপশক্তিও মাথাচাড়া দেবে।

অন্যদিকে বাঙালি মুসলমান মানেই বাংলাদেশি নয়। ধর্ম ভেদে দেশভাগের পরেও অসংখ্য বাঙালি মুসলমান এ দেশকেই স্বদেশ ভেবে থেকে গিয়েছেন। তাঁরা এ দেশের খাঁটি নাগরিক এবং দেশপ্রেমিক। তাঁদের মুসলমান বলে দাগিয়ে দিয়ে দেশছাড়া করা দেশপ্রেম নয়, তা আসলে দেশদ্রোহীতা। তার প্রতিবাদ জরুরি। অন্যদিকে দেশের সার্বিক সুরক্ষার স্বার্থে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের আইনমাফিক বিতাড়ন করা একান্ত জরুরি। সেক্ষেত্রে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এস আর আই) অত্যন্ত জরুরি। তা নিয়ে কোনও আপত্তি থাকার কথা নয়। অথচ তাকে হাতিয়ার করে বাঙালিবিরোধী বাঙালিবিদ্বেষ ছড়ানোয় এ দেশের বাঙালিদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করা দেশের জাতীয় সংহতিকেই চ্যালেঞ্জ করার সামিল। এতে প্রত্যক্ষভাবে সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হচ্ছে বাংলার লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক। আমি যে জেলায় এখন বাস করি সেই দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত জেলা পুরুলিয়ার ত্রিশ শতাংশের বেশি মানুষ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করে থাকে। চারটি মহকুমার কুড়িটি ব্লকে বিন্যস্ত জেলাটি প্রাকৃতিকভাবেই অহল্যাভূমি, কৃষিকাজে প্রতিকূল। শিল্পেরও পর্যাপ্ত বিস্তার ঘটেনি। সেক্ষেত্রে বাড়ির সচ্ছলতার জন্য বাড়তি আয়ের উদ্দেশে গ্রামীণ পুরুলিয়া থেকে অসংখ্য জেলাবাসী পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র থেকে পার্শ্ববর্তী ঝাড়খণ্ড, ওড়িশায় পাড়ি দেন। সেখানে নির্মাণ শিল্পেই অধিকাংশ শ্রমিক জড়িত। এছাড়া কলকারখানা, হোটেল-রেস্তরাঁ থেকে রাস্তা তৈরির কাজে বছরের অধিকাংশ দিন চলে যায়। সেক্ষেত্রে বাড়তি আয়ের উৎসই এখন বন্ধ হওয়ার মুখে। সেদিক থেকে বাংলা বললেই বাংলাদেশি চিহ্নিত করে নির্যাতন থেকে আটক, শেষে পুশব্যাক করে বাংলাদেশে পাঠানোর ভয়ঙ্কর পরিণতি পরিযায়ী শ্রমিকের কাছে হাতে মারার সঙ্গে ভাতে মারার প্রাণসংশয়ী আয়োজন কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এ জেলার পরিযায়ী শ্রমিকের মুখেও সেই "বাংলাদেশি" আতঙ্কের ছায়া ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৬১-এর ১ নভেম্বর বিহারের মানভূম জেলা থেকে ১৬টি ব্লকের বাংলাভাষীরা পুরুলিয়া জেলার অধিবাসী হয়েছিলেন। দেশের ভাষা আন্দোলনেও এই জেলার ভূমিকা আজও সমুজ্জ্বল। সেক্ষেত্রে পরিযায়ী বাঙালি শ্রমিককে বাংলাদেশি বলা শুধু মিথ্যাচারই নয়, অপরাধও। বহুভাষাভাষীর ভারতে বাঙালিবিদ্বেষী আবহ যাতে আরও বিস্তার লাভ না করে, এজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আশু পদক্ষেপ জরুরি। অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বিতাড়নের অজুহাতে দেশের অসংখ্য বাংলাভাষী মানুষকে অবিশ্বাস থেকে অস্বীকার করা শুধু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে বিনষ্ট করবে না, সেই সুযোগে বিচ্ছিন্নতাবাদী অপশক্তিও মাথাচাড়া দেবে। এজন্য রাজনৈতিক স্বার্থপূরণ অছিলায় বাঙালির সর্বস্বান্ত করে অস্তিত্ব বিপন্ন করার বিরুদ্ধে দলমতনির্বিশেষে তীব্র প্রতিবাদ জরুরি মনে করি।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার আগরতলায় এক দিবসীয় এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়।

মণিপুরে নিরাপত্তা বাহিনীর টানা অভিযানে জঙ্গি ও মাদকচক্রে বড়সড় সাফল্য, একাধিক গ্রেফতার ও বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য উদ্ধার

ইম্ফল, ২৪ আগস্ট: মণিপুরে চলমান অস্থিরতা ও সহিংস পরিস্থিতির মধ্যে নিরাপত্তা বাহিনী রাজ্যজুড়ে জঙ্গি দমন ও মাদকবিরোধী অভিযান জোরদার করেছে। গত ২২ ও ২৩ আগস্টে পরিচালিত ধারাবাহিক অভিযানে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে একাধিক বিদ্রোহী সংগঠনের সক্রিয় সদস্য ও মাদক কারবারীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। ২৩ আগস্ট ইম্ফল ইস্ট জেলার চিংগারেল তেজপুর, ওয়াইতোন লামখাই এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় রেভোলিউশনারি পিপলস ফ্রন্ট (আরপিএফ)/পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ)-এর স্বঘোষিত প্রাইভেট ওনাম বুংগোবি মেইতেই ওরফে লাংমেই (৩১)-কে, যার কাছ থেকে একটি আধার কার্ড উদ্ধার হয়েছে। একই দিনে থৌবাল জেলার হেইরক পার্ট-২ থেকে পিপলস রেভোলিউশনারি পার্টি অফ কাংলেইপাক (প্রেপাক-প্রো)-এর ক্যাডার খুন্ডোংবম বাইকার ওরফে খাইবা ওরফে পারি (২৩) কে এবং বিষ্ণুপুর জেলার নিংথৌখোং মাইয়াই লাইকাই থেকে কাংলেইপাক কমিউনিস্ট পার্টি (কেসিপি-নংড্রেনখোম্বা)-এর পুখরাম্বম তাংবা সিংহ (৩৪) কে গ্রেফতার করা হয়। অপরদিকে, ২২ আগস্ট চুরাচাঁদপুর জেলার গানসিবক থিংফাইং গ্রামে অবস্থিত একটি বাড়ি থেকে ২০টি সাবানের বাক্সে রাখা অবস্থায় ২৩৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার ও নগদ ৩.৮৭ লক্ষ টাকা উদ্ধার করে পুলিশ, যার মালিক চিহ্নিত হয়েছে সিংনগাট সাব-ডিভিশনের তাংপিজোল গ্রামের বাসিন্দা চিনসিয়াথাং (৫২) হিসেবে। একই দিনে ইম্ফল ইস্টের খুরাই থাংজাম লাইকাই থেকে কেসিপি (এমএফএল)-এর সক্রিয় চাঁদাবাজ সদস্য লাইমাপোকপম শাঞ্জীত সিং ওরফে নাোবি (৫২)-কে গ্রেফতার করা হয়েছে, যার কাছ থেকে একটি মোবাইল, চাঁদার চিঠি এবং আধার কার্ড উদ্ধার হয়েছে। মাদক বিরোধী অভিযানে, ২৩ আগস্ট মণিপুর পুলিশ, সিআরপিএফ ও বিএসএফ-এর যৌথ দল রাজ্যের লিলং ও কিয়ামগেই এলাকায় অভিযান চালিয়ে পাঁচজনকে গ্রেফতার করে, যারা মেথামফেটামিন ট্যাবলেট পাচারে যুক্ত ছিল। ধৃতরা হলেন মোঃ মুস্তাকিম (৩৯), মোঃ আরিফ (২০), মোঃ আজিত (৩২), তাঁর স্ত্রী রুহিমা (২৬), এবং মোঃ বাবয় ওরফে ইয়াহিয়া খান (৩৫)। মুস্তাকিমের বাড়ি থেকে ২.২৭ কেজি ডব্লিউওয়াই ট্যাবলেট, বাবয়ের বাড়ি থেকে ৪৫ গ্রাম ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে। এছাড়া উদ্ধার হয়েছে ছয়টি মোবাইল ফোন, দুইটি মাদক পাচারের কাজে ব্যবহৃত গাড়ি, একাধিক লেজার বই, ডায়েরি ও ১২০টি খালি প্লাস্টিক কন্টেনার। পুলিশ জানিয়েছে, মুস্তাকিম একজন পুনরাবৃত্ত অপরাধী, যিনি ২০২২ সালে অসম পুলিশের হাতে গুয়াহাটিতে ২০৫টি সাবানের বাক্সে হেরোইন পাচারের সময় গ্রেফতার হয়েছিলেন এবং ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে জামিনে মুক্ত হন। একইভাবে বাবয়কেও ২০২০ সালে গুয়াহাটিতে ৭,০০০ ডব্লিউওয়াই ট্যাবলেট পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং ২০২৩ সালে জামিন পান। এই সব অভিযানের পাশাপাশি, নিরাপত্তা বাহিনী রাজ্যজুড়ে সুরক্ষা ও নজরদারি বজায় রাখতে ১১৩টি চেকপয়েন্ট স্থাপন করেছে, যেগুলি পাহাড়ি ও উপত্যকার বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত। যদিও এই চেকপয়েন্টগুলিতে গত দুই দিনে কোনও নতুন গ্রেফতার হয়নি, তবুও চিরুনি তল্লাশি ও এলাকা দখলের মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রচেষ্টা চলছে। ছুহ-৩৭ রুটে মোট ১৩০টি অত্যাবশ্যকীয় পণ্যবাহী গাড়িকে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছাতে সহায়তা করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। পাশাপাশি, ২৩ আগস্ট মোটরযান আইনে ৮৪টি চ্যালান ইস্যু করে ১,৩৭,৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে এবং ২২ আগস্ট তিনটি গাড়ি থেকে অবৈধ কালো ফিল্ম সরানো হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনী ও পুলিশের দাবি, এই টানা অভিযানের ফলে রাজ্যে বিদ্রোহী কার্যকলাপ ও মাদক পাচার নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। তদন্ত ও নজরদারি চলমান রয়েছে এবং প্রশাসন রাজ্যে শান্তি ও স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

৩৬ লক্ষ টাকা পণ না পেয়ে স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ গ্রেপ্তার স্বামী

গ্রেটার নয়ডা, ২৪ আগস্ট : যৌতুকের জন্য এক মহিলাকে আগুনে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে তাঁর স্বামীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের গ্রেটার নয়ডায় এই ঘটনাটি ঘটেছে। অভিযোগ অনুযায়ী, ২৮ বছর বয়সী নিকি নামে ওই মহিলাকে তাঁর স্বামী ভিপিন ভাটি ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন মিলে পুড়িয়ে হত্যা করে। পুলিশ সূত্রে খবর, যৌতুক হিসেবে ৩৬ লক্ষ টাকা দাবি করা হয়েছিল।

২৮ বছর বয়সী ভিপিন ভাটি এই ঘটনার মূল অভিযুক্ত। যদিও তিনি তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে দাবি করেছেন যে নিকি আত্মহত্যা করেছেন। তাঁর ইনস্টাগ্রাম পোস্টে লেখা রয়েছে, 'নিকি, কেন তুমি আমাকে ছেড়ে গেলে? কেন এমন করলে? এই পৃথিবী আমাকে খুনি বলছে।' গ্রেপ্তারের কয়েক ঘণ্টা আগেই তিনি এই পোস্টগুলি করেছিলেন।

নিকির দিদি কাঞ্চন, যিনি ভিপিনের বড় ভাইয়ের স্ত্রী, তিনি জানিয়েছেন যে দুটি বোনকেই বিয়ের পর থেকে যৌতুকের জন্য নিয়মিত নির্যাতন করা হতো। কাঞ্চন অভিযোগ করেন, বৃহস্পতিবার সকালে তাঁকে মারধর করা হয় এবং সন্ধ্যায় তাঁর চোখের সামনেই নিকিকে মারধর করে গায়ে তরল পদার্থ ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। নিকির নাবালক ছেলে জানায়, 'তারা মায়ের গায়ে কিছু একটা ঢেলেছিল, থাপ্পড় মেরেছিল এবং লাইটার দিয়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল।'

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার ভিডিও ফুটেজ পাওয়া গিয়েছে, যেখানে ভিপিনকে নিকিকে মারধর করতে দেখা যাচ্ছে। নিকিকে গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে নয়ডার ফোর্টিস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁকে দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে স্থানান্তরের সময় তিনি মারা যান। ভিপিন ভাটিকে গ্রেপ্তার করা হলেও, তাঁর বাবা সত্যবীর ভাটি এবং ভাই রোহিত ভাটি এখনও পলাতক। পুলিশ তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রবল বর্ষণ ও বন্যার পরিস্থিতি, একাধিক রাজ্যে রেড অ্যালার্ট জারি করেছে আবহাওয়া দফতর

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট : ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রবল বর্ষণ এবং আকস্মিক বন্যার ফলে জনজীবন চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর পূর্ব রাজস্থান এবং জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য চরম ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়ে রেড অ্যালার্ট জারি করেছে। একইসঙ্গে পূর্ব মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লি, পাঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড এবং পশ্চিম রাজস্থানেও বিচ্ছিন্নভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রকাশ করা হয়েছে। বিহার, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, কঙ্কণ, গোয়া, মধ্য মহারাষ্ট্র এবং সিকিমেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এর পাশাপাশি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, মধ্যপ্রদেশ এবং অন্যান্য রাজ্যের কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আইএমডি।

রাজস্থানে টানা ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে কোটা, বুন্দি, টোঁক, সাওয়াই মাধোপুর এবং বারান জেলার বিভিন্ন নিচু অঞ্চল জলের নিচে চলে গেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ডৌসা জেলায় চরম ভারী বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে, যেখানে আলওয়ার, জয়পুর, সাওয়াই মাধোপুর, সিকার ও টোঁকে অতি ভারী বৃষ্টি হয়েছে। আজমের, উদয়পুর, সিরোহি, প্রতাপগড় ও ভরতপুরের মতো জেলাগুলিতেও ভারী বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। বহু গ্রাম জেলা সদর দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে, রেল চলাচলও ব্যাহত হয়েছে। সাওয়াই মাধোপুর স্টেশনে জল জমে যাওয়ায় ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে এবং কোটা জেলার দিল্লি-মুম্বাই এক্সপ্রেসওয়ে-ও জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়েছে কৃষি খাত। ত্রাণ ও উদ্ধার কাজে এনডিআরএফ, এসডিআরএফ ও সেনাবাহিনী যৌথভাবে কাজ করছে। মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি নিরুপণে একটি বিশেষ সমীক্ষা চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

বিহারে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। ঝাড়খণ্ড থেকে গভীর রাতে বিপুল পরিমাণ জল ছেড়ে দেওয়ার ফলে ফাল্গু, লোকাইয়েন, মুহানে ও অন্যান্য ঋতুগত নদীগুলির জলস্তর হঠাৎ বেড়ে গিয়ে আকস্মিক বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে নালন্দা, জেহানাবাদ ও গয়া জেলার বহু গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। একঙ্গরসরাই ও হিলসা ব্লকের অন্তত ১২টি গ্রামে জল ঢুকে পড়ায় মানুষকে বাড়ির ছাদে এবং উঁচু স্থানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হতে হয়েছে। নালন্দা-জেহানাবাদ এবং একঙ্গরসরাই-মাসৌড়ি সড়কে জল উঠে যাওয়ায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।

গয়ার অনেক এলাকায় নদীর জল গ্রামে ঢুকে পড়েছে এবং ঘরবাড়ি ও ফসল ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জেলাশাসক শশাঙ্ক শুভঙ্কর দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

জম্মু ও কাশ্মীরেও পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। জম্মু বিভাগের অনেক জেলায় টানা বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা, যানজট ও অন্যান্য সমস্যার মুখে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। আবহাওয়া দফতর পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় ডোডা, কাঠুয়া, কিশতওয়ার, পুঞ্চ, রাজৌরি, রামবান, রেয়াসি, সাম্বা, উদমপুর, অনন্তনাগ এবং কুলগাম সহ জম্মু অঞ্চলের দশটি জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। সম্ভাব্য ক্লাউডবার্স্ট, ফ্ল্যাশ ফ্লাড ও ভূমিধসের আশঙ্কায় প্রশাসন সতর্কতা জারি করেছে এবং বাসিন্দাদের নিরাপদে থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার থারালি এলাকায় অতি ভারী বৃষ্টিপাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু পরিবার। এখন পর্যন্ত ১৫০ জনের বেশি মানুষকে উদ্ধার করে ত্রাণ শিবিরে স্থানান্তর করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামী ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে গৃহহীনদের পরিবার ও মৃতদের আত্মীয়দের জন্য ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করেছেন। এছাড়াও, ত্রাণ সামগ্রী দ্রুত সরবরাহ এবং অস্থায়ী পুনর্বাসনের নির্দেশ দিয়েছেন। বিদ্যুৎ ও মোবাইল নেটওয়ার্ক পুনরুদ্ধার করা হয়েছে এবং চিকিৎসা পরিষেবাও সচল রয়েছে। রাজ্যের একাধিক জেলায় আজ ও আগামীকাল অরেঞ্জ এবং ইয়েলো অ্যালার্ট জারি করেছে আইএমডি।

এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি পরিস্থিতির উপর নিবিড় নজর রাখছে। বিভিন্ন রাজ্যে প্রশাসন উদ্ধার ও ত্রাণ কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে এবং জনগণকে সতর্ক থাকার পাশাপাশি জরুরি নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ওড়িশা উপকূলে ডিআরডিও-র সফল পরীক্ষা, ভারতীয় আকাশ প্রতিরক্ষায় নতুন দিগন্ত খুলল আইএডিডাব্লুএস

প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা ওড়িশা উপকূলে সফলভাবে ইন্টিগ্রেটেড এয়ার ডিফেন্স ওয়েপন সিস্টেম-এর প্রথম পরীক্ষামূলক উড্ডয়ন সম্পন্ন করেছে। এই উন্নত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত এবং এটি ভারতের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে বলে মনে করা হচ্ছে। ডিআরডিও-র এই সাফল্যের জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, এই অর্জন ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী এবং দেশীয় প্রতিরক্ষা শিল্পের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল।

আইএডিডব্লিউএস একটি বহুস্তরবিশিষ্ট আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, যা একাধিক দেশীয় প্রযুক্তির সমন্বয়ে গঠিত। এতে রয়েছে কুইক রিঅ্যাকশন সারফেস টু এয়ার মিসাইল, অ্যাডভান্সড ভেরি শর্ট রেঞ্জ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম মিসাইল এবং উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন লেজারভিত্তিক ডিরেক্টেড এনার্জি ওয়েপন। এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটি বিভিন্ন স্তরে বায়ু হুমকি যেমন শত্রুপক্ষের ড্রোন, যুদ্ধবিমান বা মিসাইল প্রতিরোধ করতে সক্ষম।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ডিরেক্টেড এনার্জি ওয়েপন প্রযুক্তির সংযোজন ভবিষ্যতের যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতের প্রতিরক্ষা সক্ষমতায় গেমচেঞ্জার হয়ে উঠতে পারে। এই সাফল্যের মাধ্যমে ডিআরডিও শুধু দেশীয় প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল না, বরং 'আত্মনির্ভর ভারত' অভিযানের পথেও বড় পদক্ষেপ রাখল।

উত্তর কোরিয়ার নতুন উন্নত বিমান প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা

পিয়ংইয়ং, ২৪ আগস্ট: উত্তর কোরিয়া তাদের নতুনভাবে উন্নত বিমান প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্রের সফলভাবে পরীক্ষা চালিয়েছে। ক্ষেপণাস্ত্রগুলোর যুদ্ধ-সক্ষমতা মূল্যায়নের লক্ষ্যে এই পরীক্ষা পরিচালিত হয় বলে জানিয়েছে দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা কোরিয়ান সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন নিজে এই পরীক্ষার তত্ত্বাবধান করেন এবং বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুর ওপর ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়।

এই ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা এমন সময়ে অনুষ্ঠিত হলো, যখন দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র যৌথ সামরিক মহড়া 'উলচি ফ্রিডম শিল্ড' পরিচালনা করছে। গত সপ্তাহে শুরু হওয়া এই মহড়া ১১ দিনব্যাপী চলবে।

ত্রিপুরা তফসিলি জাতি সমন্বয় সমিতির হাঁপানিয়া অঞ্চল সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট: ত্রিপুরা তফসিলি জাতি সমন্বয় সমিতির হাঁপানিয়া অঞ্চল সম্মেলন রবিবার অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন থেকে ২৩ সদস্যক হাঁপানিয়া অঞ্চল কমিটি গঠন করা হয়েছে। ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির ৫ম হাপানিয়া অঞ্চল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সি পি আই এম ডুকলি মহকুমা কার্যালয়ে। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি রতন ভৌমিক। সম্মেলন থেকে ২৩ জনের কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সভাপতি শৈলেন্দ্র দাস ও সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন পরেশ দাস। সম্মেলনে সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন নেতৃবৃন্দ।

অসমের আত্মপরিচয়কে আঘাত, মাহমুদ মাদানির গ্রেফতারের দাবি বিজেপির

গুয়াহাটি, ২৪ আগস্ট : জমিয়তে উলেমা-ই-হিন্দ-এর নেতা মৌলানা মাহমুদ মাদানির মন্তব্যকে অসমের আত্মপরিচয় ও গৌরবের ওপর ''আক্রমণ'' হিসেবে ব্যাখ্যা করে তাঁর গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছে অসম বিজেপি।

অসম বিজেপির পক্ষ থেকে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, সম্প্রতি মাহমুদ মাদানি অসমে চলমান উচ্ছেদ অভিযানকে গাজা ও প্যালেস্টাইনের ঘটনার সঙ্গে তুলনা করেছেন, যা অসমবাসীর আত্মমর্যাদায় আঘাত করেছে। বিজেপির অভিযোগ, ''মাদানি অসমের সমস্যাগুলিকে কেবলমাত্র মুসলিম সম্প্রদায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন, যা একপাক্ষিক ও বিভাজনমূলক।''

অসম বিজেপির মুখপাত্র জয়ন্ত কুমার গোস্বামী রাজ্য পুলিশের প্রতি আহ্বান জানান, যাতে মাহমুদ মাদানিকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে তাঁর মন্তব্যের জন্য উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। তিনি অভিযোগ করেন, ''আগের কংগ্রেস সরকারের প্রশ্রয়ে বহিরাগত ও অনুপ্রবেশকারীরা রাজ্য সরকারের ও বনভূমিতে অবৈধ দখলদারি চালিয়েছে, যা অসমের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে বিপন্ন করেছে।''

গোস্বামীর বক্তব্য অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার স্থানীয় জনগণের অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ, অনুপ্রবেশকারীদের নাম ভোটার তালিকা থেকে মুছে ফেলা এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক অধিকার সুনিশ্চিত করা।

তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ''ভবিষ্যতে যদি কংগ্রেস, এআইইউডিএফ, রাইজর দল এবং অসম জাতীয় পরিষদ যৌথভাবে সরকার গঠন করে, তাহলে আর্শাদ মাদানি এবং মাহমুদ মাদানির মতো নেতা অসমের রাজনৈতিক উপদেষ্টা হয়ে উঠতে পারেন, যার ফলে অনুপ্রবেশকারীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পেতে পারে।''

বিজেপি আরও অভিযোগ করেছে, কংগ্রেস ও তার মিত্ররা, এমনকি কিছু বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরাও তথাকথিত ''মাদানি সংস্কৃতি'' প্রচারে সাহায্য করছে, যা আদিবাসী অসমিয়াদের স্বার্থের পরিপন্থী।

অসম বিজেপি এই বিষয়ে রাজ্যবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে এবং সরকারের আদিবাসী স্বার্থরক্ষার পদক্ষেপে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে।

ভারত সফরে ফিজির প্রধানমন্ত্রী, আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট : ফিজির প্রধানমন্ত্রী সিতিভেনি লিগামামাদা রাবুকা তিনদিনের ভারত সফরে আজ সকালে নয়াদিল্লিতে পৌঁছেছেন। এটাই তাঁর বর্তমান দায়িত্বে প্রথম ভারত সফর। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

ফিজির প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী সুলুয়েতি রাবুকা, স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাটু অ্যাটোনিও লালাবালাভু, এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তারা।

পররাষ্ট্র মন্ত্রকের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এই সফর ভারতের সঙ্গে ফিজির দীর্ঘস্থায়ী এবং সুদৃঢ় সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে। আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং প্রধানমন্ত্রী রাবুকার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও রাবুকা ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু-র সঙ্গেও সাক্ষাৎ করবেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র রন্ধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, ''এই সফরের মাধ্যমে ভারত-ফিজি অংশীদারিত্ব আরও গভীর হবে এবং বিভিন্ন খাতে সহযোগিতা বাড়বে।'' প্রধানমন্ত্রী মোদী ফিজির প্রধানমন্ত্রী রাবুকার সম্মানে এক মধ্যাহ্নভোজও আয়োজন করবেন।

এই সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী রাবুকা ভারতীয় বিশ্ব পরিক্রমা পরিষদ-এ ''ওশান ওফঃ পিস'' বিষয়ক একটি বক্তৃতা প্রদান করবেন।

ভারতের জন্য ফিজি একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ বিশেষ করে সমুদ্র নিরাপত্তা এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্কের দিক থেকে। ১৮৭৯ সালে ব্রিটিশ শাসনামলে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক হিসেবে ভারতীয়দের ফিজিতে নিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে দুই দেশের মানুষের মধ্যে সম্পর্কের সূচনা হয়। সেই ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আজও অটুট রয়েছে।

প্রসঙ্গত, ফিজির প্রধানমন্ত্রীর এই সফর এমন এক সময়ে হচ্ছে যখন এর ঠিক এক বছর আগে ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও ফিজি সফর করেছিলেন। এই সফর দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি ও জনগণের মধ্যে সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

NOTICE INVITING TENDER

On behalf of the Governor of Tripura, the Dy. Director of Horticulture (West) invites sealed Tender from local bonafied Agencey/Dealer to SUPPLY OF DIFFERENT WINTER FLOWER SEEDS for different premier institutes like Rajbhavan, Secretariat Garden, Assembly Garden, VVIP Bungalows' Garden, Rabindra kanan, BGPO and others under O/0 the Dy. Director of Horticulture (West). The intending Tenderer may submit Tender in the office of the undersigned on 01/09/2025 from 11 A.M to 3.00 P.M and the same will be opened on the day if possible. The Tenderer or his representative may remain present at the time of opening of the Tender.

Sl. No	Item	Estimated Cost	Earnest Money	Last Date of selling Tender form & last date of receiving the same	Cost of Tender Form
1	2	3	4	5	6
1	Supply of different Winter Flower Seeds for different Premier Institutes under O/o the Dy. Director of Horticulture (West).	Rs.3,89,900/-	Rs.11,600/-	Last date of selling form 30/08/2025 up to 4.00 P.M Date of receiving quotation 1/09/2025 11.00 A.M to 3.00 P.M	Rs.500/- (Rupees five hundred) only

All details like 'Terms & Conditions' & others related to supply of Winter Flower Seeds etc. may be obtained from the O/o the undersigned between 11.00 A.M to 4 P.M during the working days.
ICA/C-1990/25

(Ar. Sujit Das)
Dy. Director of Horticulture West Tripura Dist. Agartala

রবিবার আগরতলা কংগ্রেস ভবনে দলীয় কর্মীদের এক সভা আয়োজিত হয়।

কাজের সন্ধান

অনলাইনে আবেদন ও আগরতলায় পরীক্ষার মাধ্যমে ব্যাঙ্কে ৬,৫৮৯ চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় জুনিয়র অ্যাসোসিয়েট অর্থাৎ ক্লার্ক পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ৬,৫৮৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিবিএ/ বিসিএ ... গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০ - ২৮ বছর (ওবিসি, এসসি/এসটি, শারীরিকপ্রতিবন্ধী ও ভিজেপি প্রার্থীদের যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে। বিস্তারিত খবর হলো ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে জুনিয়র অ্যাসোসিয়েট অর্থাৎ ক্লার্ক পদে ৬,৫৮৯ জন নিয়োগ হচ্ছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায়।

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১-৪-২০২৫-এর হিসেবে ২০ থেকে ২৮-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৩৩ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩১ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মী, প্রতিবন্ধী, বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলা ইত্যাদি যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে। দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত, শ্রবণ-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এছাড়া, শারীরিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্যও রয়েছে বেশ কিছু সংরক্ষিত শূন্যপদ। একই সময়ে ব্যাকলগের হিসেবে ৮১০টি শূন্যপদও পূরণ করা হবে একই পরীক্ষার মাধ্যমে। মোট শূন্যপদ ৬,৫৮৯টির মধ্যে ২,২৫৫টি পদ জেনারেল ক্যাটেগরির জন্য, ৭৮৮টি এসসি প্রার্থীর জন্য, ৪৫০টি এসটি প্রার্থীর জন্য, ১১৭১টি পদ ওবিসিপ্রার্থীদের জন্য এবং ৫০৮টি পদ ইডব্লিওএস প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন, রাজ্যভিত্তিক বা অঞ্চলভিত্তিক শূন্যপদের সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে হবে অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েবসাইটে এর বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - গ্র্যাজুয়েট। বিএ, বিএসসি, বিকম, বিবিএ, বিই, বিসিএ ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ হতে হবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। এমনকি এবার যাঁরা কলেজের ফাইন্যাল ইয়ারের পরীক্ষা দিয়েছেন বা দেবেন তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে দরখাস্ত করতে পারেন।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ২৬ আগস্টের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ২৬ আগস্ট। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইনে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগোতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে ফর্ম ফিলাপ, ছবি, স্বাক্ষর আপলোড ও প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। একথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা একরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেটে ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ই-রিসিপ্ট ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ সিআরপিডি/ সিআর/ ২০২৫-২৬/ ০৬। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক অনলাইনের পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। প্রথমে প্রিলিমিনারি, ১০০টি এমসিকিউ প্রশ্ন, ১০০ নম্বরের, সময় ৬০ মিনিট। সফল হলে পরে মেন পরীক্ষা, ২০০ নম্বরের। বিষয়গুলি হল: জেনারেল ইংলিশ, কোয়ান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড, রিজনিং এবিলিটি। মেন পরীক্ষায় যুক্ত হবে জেনারেল/ফিনান্সিয়াল অ্যাওয়ারনেস, মার্কেটিং অ্যাপ্টিটিউড ও কম্পিউটার নলেজ। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে (প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর কেটে যাবে)। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে, প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশনম্বর)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলায়। (কোডঃ ৪২)। সমস্ত পরীক্ষাকেন্দ্রের কোড নম্বরই জানতে পারবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। পরীক্ষা নেওয়া হবে নভেম্বর মাসে। তবে নির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখনও জানানো হয়নি। পরীক্ষার স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে কললেটারের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **ওয়েলথ্ ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিএ, পিজি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২৫-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করেশর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বরনথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরিপরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* স্টেট ব্যাঙ্কে **জুনিয়র এসোসিয়েট, ক্লার্ক** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬,৫৮৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **ম্যানেজার, এগ্রি মার্কেটিং অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪১৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২৪-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষা কেন্দ্র গুয়াহাটি/ কলকাতা সহ সারা দেশে বড় শহরে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **টেকনিক্যাল সুপারভাইজর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক পাশ, বয়স ঃ ২০-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ আগস্ট, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় রাজস্ব মন্ত্রকের অধীনে **লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, একাউন্টস অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৮৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট, এলএলবি পাশ, বয়স ঃ ২১-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ আগস্ট, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রীয় বীমায় **এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **জেনারেলিস্ট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২২-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র গুয়াহাটি/ কলকাতা সহ সারা দেশে বড় শহরে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়ায় **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮১৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় পর্ষদে **এমটিএস, এলডিসি, স্টেনোগ্রাফার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৯৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে ডিগ্রি, পিজি ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২৭-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র শিলং/ গুয়াহাটি/ কলকাতা সহ সারা দেশে বড় শহরে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **অ্যাসিস্ট্যান্ট ডেপুটি ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২০-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ইন্ডিয়ান নেভিতে **শর্ট সার্ভিস কমিশন অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৬০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ইন্ডিয়ান নেভিতে **কনস্টেবল, ট্রেডসম্যান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩১৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের র‍্যালী, লিখিত পরীক্ষা, স্কিল টেস্ট, ইন্টারভিউর নির্দিষ্ট তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীনে **ফুড সেফটি অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। নিয়োগ হবে টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে। শূন্যপদ ঃ ১৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ফুড টেকনোলজি, ডেয়ারি টেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি, এগ্রিকালচারাল সায়েন্স, ভেটেরিনারি সায়েন্স, মাইক্রোবায়োলজি, মেডিসিন ... ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ডিগ্রি পাশ হতে হবে, আরও বিস্তারিত এঁদের বিজ্ঞপ্তি থেকে দেখে নিতে হবে। বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **ওয়েলথ্ ম্যানেজার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ২৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিএ, পিজি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২৫-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ আগস্ট,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র এসোসিয়েট, ক্লার্ক (এস.বি.আই),**
শূন্যপদ ঃ ৬,৫৮৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ আগস্ট,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার, এগ্রি মার্কেটিং অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৪১৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২৪-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ আগস্ট,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র গুয়াহাটি/ কলকাতা সহ সারা দেশে বড় শহরে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **টেকনিক্যাল সুপারভাইজর (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৬৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ২০-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, একাউন্টস অফিসার (কেন্দ্রীয় রাজস্ব মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৩৮৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট, এলএলবি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার (রাষ্ট্রীয় বীমা)**
শূন্যপদ ঃ ৫৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ আগস্ট,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জেনারেলিস্ট অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৫০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২২-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ আগস্ট,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র গুয়াহাটি/ কলকাতা সহ সারা দেশে বড় শহরে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (স্টিল অথরিটি),**
শূন্যপদ ঃ ৮১৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এমটিএস, এলডিসি, স্টেনোগ্রাফার (কেন্দ্রীয় পর্ষদ)**,
শূন্যপদ ঃ ৩৯৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে ডিগ্রি, পিজি ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২৭-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র শিলং/ গুয়াহাটি/ কলকাতা সহ সারা দেশে বড় শহরে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট ডেপুটি ম্যানেজার (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৮৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২০-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **শর্ট সার্ভিস কমিশন অফিসার (নেভি),**
শূন্যপদ ঃ ২৬০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **কনস্টেবল, ট্রেডসম্যান (নেভি),**
শূন্যপদ ঃ ১৩১৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের র‍্যালী, লিখিত পরীক্ষা, স্কিল টেস্ট, ইন্টারভিউর নির্দিষ্ট তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ফুড সেফটি অফিসার (ত্রিপুরা),**
টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ১৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ফুড টেকনোলজি, ডেয়ারি টেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি, এগ্রিকালচারাল সায়েন্স, ভেটেরিনারি সায়েন্স, মাইক্রোবায়োলজি, মেডিসিন .... ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ডিগ্রি পাশ হতে হবে, আরও বিস্তারিত এঁদের বিজ্ঞপ্তি থেকে দেখে নিতে হবে।
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর,
লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় বীমায় ৫৫০ অফিসার নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার পদে ৫৫০ জন নিয়োগ হচ্ছে নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডে। এককথায়, কেন্দ্রীয় বীমা অর্থাৎ নিউ ইন্ডিয়া এ.সি.এল-এ এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ৫৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... যে-কোনও গ্র্যাজুয়েট, অধিক নম্বরে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ আগস্ট, কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ফেইজ-ওয়ান ১৪ সেপ্টেম্বরে। মূল পরীক্ষা ২৯ অক্টোবরে। কেন্দ্র-আগরতলা, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

এন আই এ সি বা নিউইন্ডিয়া অ্যাস্যুরেন্সে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১-৮-২০২৫-এর হিসেবে ২১ থেকে ৩০-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৩৫ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩৩ বছর এবং প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ৪০ বছর, অর্থাৎ যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত, শ্রবণ-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন এই রকম — মোট ৫৫০টি শূন্যপদের মধ্যে এসসিদের জন্য ৮৩টি, এসটিদের জন্য ৪২টি, ওবিসিদের জন্য ১৪৮টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীদের জন্য ৫৫টি এবং অসংরক্ষিত ২২২টি। এর মধ্যে আবার ২৩টি পদ রয়েছে শারীরিকপ্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটে এঁদের বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - বিএ/বিকম/বিএসসি/ বিই/ বিসিএ ... ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পাশ। অধিক নম্বরে অগ্রাধিকার থাকবে। এসসি/ এসটি / শারীরিকপ্রতিবন্ধী প্রার্থীদের নম্বরের ক্ষেত্রে আবার কিছু ছাড় রয়েছে। দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ৩০ আগস্টের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ৩০ আগস্ট। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই, লেফ্‌ট থাম্ব ইমপ্রেশন, ডিক্লারেশন এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে ফি পেমেন্ট চালান পাবেন প্রিন্ট-আউট নেবার জন্য। এর পর আর কোনও রদবদল করতে পারবেন না। তখনই চালানের প্রিন্ট-আউট নিয়ে পূরণ করে একদিন পরে অর্থাৎ ব্যাঙ্কের সেদিন বাদে ২য় বা ৩য় বা ৪র্থ কাজের দিন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের যে-কোনও শাখায় গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। টাকা জমার দুদিন পর দরখাস্ত গ্রহণের স্বীকৃতিপত্র আপনি পাবেন আপনার মেলবক্স/ এসএমএসে। তবে চালানের মাধ্যমে ফি জমার পন্থায় না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরিপরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা একরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ সিওআরপি. এইচআরএম/ এও/ ২০২৫, তারিখ ০৭-০৮-২০২৫। প্রার্থীবাছাই হবে অনলাইনে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। প্রথমে প্রিলিমিনারিপরীক্ষা, ১০০টি এমসিকিউ প্রশ্ন, ১০০ নম্বরের, সময় ১ ঘন্টা। এতে সফল হলে মূল পরীক্ষা, ২০০ নম্বরের, সময় আড়াই ঘন্টা। বিষয়গুলি পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে। প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য চাকরি হতে পারে আগরতলায়, পরীক্ষা কেন্দ্রও রয়েছে আগরতলায়। কম্পিউটারভিত্তিকপরীক্ষা ফেইজ-ওয়ান ১৪ সেপ্টেম্বরে, ফেইজ-টু ২৯ অক্টোবরে। পরীক্ষার নির্দিষ্ট স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারে বুকলেটের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ৭ দিন আগে। নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।

মাধ্যমিক পাশদের থেকে শুরু, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠিয়ে নেভিতে ১৩১৫ চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ভারতীয় নৌবাহিনীতে ট্রেডসম্যানপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩১৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র ও তারিখ পরবর্তী সময়ে কল লেটারে জানানো হবে। এককথায়, মাধ্যমিক পাশদের থেকে শুরু। ১৩১৫ জন অক্সিলারি, সিভিল ওয়ার্কস, ট্রেডসম্যান পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। শূন্যপদের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে, পরবর্তী সময়ে তা জানানো হবে।

ভারতীয় নৌবাহিনীতে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণরা ০২-০৯-২০২৫-এর হিসেবে ১৮ থেকে ২৫-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদির বিস্তারিত দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে। এঁদের ক্ষেত্রে নিয়োগ হবে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর সিভিলিয়ান এন্ট্রান্স টেস্ট অর্থাৎ ইনসেট-০১/২০২৫ এর মাধ্যমে।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন-এর ভিত্তিতে। দেড় ঘন্টার কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষায় মোট নম্বর ১০০, প্রশ্নও থাকবে ১০০টি। প্রতি প্রশ্নের পূর্ণমান এক। থাকবে জেনারেল ইন্টেলিজেন্স, জেনারেল অ্যাওয়্যারনেস, কোয়ান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার ভিত্তিতেই মেধাতালিকা তৈরি হবে। সফল প্রার্থীদের ডাকা হবে ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশনের জন্য। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র এবং নির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখনও জানানো হয়নি। পরীক্ষার স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে কললেটারের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ১৫ দিন আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না। পূর্ব ভারত সহ অন্যান্য পরীক্ষাকেন্দ্রের সম্ভাব্য নাম ও কোড নম্বর জানতে পারেন এঁদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে, ২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর। অফলাইনে অর্থাৎ ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠানোর পদ্ধতি এখন থেকে বাতিল করা হয়েছে। কেবলমাত্র অনলাইনেই দরখাস্ত পাঠাতে হবে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, পরবর্তী সময়ে তা পূর্ণ করতে পারবেন। অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর কাজ সম্পন্ন হলে, আপনার ইমেল ঠিকানা ও মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসপোর্ট পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসপোর্ট দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট বের করা এবং নির্দিষ্ট ঠিকানায় পাঠানোর পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন এইরকম — ক্রমিক নং (১) ট্রেড অক্সিলারি - শূন্যপদ ৪৯টি, এর মধ্যে এসসি ৬টি, এসটি ২টি, ওবিসি ১৬টি, ইডব্লিওএস ৭টি সংরক্ষিত। ১৮টি অসংরক্ষিত। এছাড়া, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম ১টি, এক্স-সার্ভিসম্যান ১টি, এক্স অগ্নিবীর ১টি শূন্যপদ সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (২) ট্রেড সিভিল ওয়ার্কস - শূন্যপদ ১৭টি, এর মধ্যে এসসি ১টি, এসটি ২টি, ওবিসি ৪টি, ইডব্লিওএস ১টি সংরক্ষিত। ৬টি অসংরক্ষিত। এছাড়া, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম ১টি, এক্স-সার্ভিসম্যান ১টি, এক্স অগ্নিবীর ১টি শূন্যপদ সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৩) ট্রেড ইলেকট্রিক্যাল - শূন্যপদ ১৭২টি, এর মধ্যে এসসি ১৯টি, এসটি ১১টি, ওবিসি ৪৩টি, ইডব্লিওএস ১৮টি সংরক্ষিত। ৮১টি অসংরক্ষিত। এছাড়া, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম ৭টি, এক্স-সার্ভিসম্যান ১৮টি, এক্স অগ্নিবীর ১৮টি শূন্যপদ সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৪) ট্রেড ইলেকট্রনিক্স এন্ড গাইরো - শূন্যপদ ৫০টি, এর মধ্যে এসসি ৬টি, এসটি ৪টি, ওবিসি ৮টি, ইডব্লিওএস ১২টি সংরক্ষিত। ২০টি অসংরক্ষিত। এছাড়া, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম ৫টি, এক্স-সার্ভিসম্যান ৩টি, এক্স অগ্নিবীর ৩টি শূন্যপদ সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৫) ট্রেড ফাউন্ড্রি - শূন্যপদ ৯টি, এর মধ্যে এসসি ১টি, ওবিসি ১টি সংরক্ষিত। ৭টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৬) ট্রেড হিট ইঞ্জিন - শূন্যপদ ১২১টি, এর মধ্যে এসসি ১৫টি, এসটি ১০টি, ওবিসি ২৭টি, ইডব্লিওএস ১৭টি সংরক্ষিত। ৫২টি অসংরক্ষিত। এছাড়া, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম ৫টি, এক্স-সার্ভিসম্যান ১২টি, এক্স অগ্নিবীর ১২টি শূন্যপদ সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৭) ট্রেড ইন্সট্রুমেন্ট - শূন্যপদ ৯টি, এর মধ্যে এসসি ২ট, ওবিসি ১টি সংরক্ষিত। ৬টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৮) ট্রেড মেশিন - শূন্যপদ ৫৬টি, এর মধ্যে এসসি ৯টি, এসটি ৬টি, ওবিসি ১০টি, ইডব্লিওএস ৫টি সংরক্ষিত। ২৬টি অসংরক্ষিত। এছাড়া, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম ২টি, এক্স-সার্ভিসম্যান ৬টি, এক্স অগ্নিবীর ৬টি শূন্যপদ সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৯) ট্রেড মেকানিক্যাল - শূন্যপদ ১৪৪টি, এর মধ্যে এসসি ২১টি, এসটি ১০টি, ওবিসি ৩৬টি, ইডব্লিওএস ১৭টি সংরক্ষিত। ৬০টি অসংরক্ষিত। এছাড়া, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম ৮টি, এক্স-সার্ভিসম্যান ১৩টি, এক্স অগ্নিবীর ১৩টি শূন্যপদ সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (১০) ট্রেড মেকানিক্যাল সিস্টেমস - শূন্যপদ ৭৯টি, এর মধ্যে এসসি ৯টি, এসটি ৩টি, ওবিসি ২৩টি, ইডব্লিওএস ৯টি সংরক্ষিত। ৩৫টি অসংরক্ষিত। এছাড়া, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম ৫টি, এক্স-সার্ভিসম্যান ৭টি, এক্স অগ্নিবীর ৭টি শূন্যপদ সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (১১) ট্রেড মেকাট্রনিক্স - শূন্যপদ ২৩টি, এর মধ্যে এসসি ৩টি, এসটি ২টি, ওবিসি ৪টি, ইডব্লিওএস ২টি সংরক্ষিত। ১২টি অসংরক্ষিত। এছাড়া, এক্স-সার্ভিসম্যান ২টি, এক্স অগ্নিবীর ২টি শূন্যপদ সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (১২) ট্রেড মেটাল - শূন্যপদ ২১৭টি, এর মধ্যে এসসি ২৯টি, এসটি ১৭টি, ওবিসি ৫৩টি, ইডব্লিওএস ১৭টি সংরক্ষিত। ১০১টি অসংরক্ষিত। এছাড়া, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম ৫টি, এক্স-সার্ভিসম্যান ২০টি, এক্স অগ্নিবীর ২০টি শূন্যপদ সংরক্ষিত।

রবিবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদা, কর্পোরেটর রত্না দত্ত সহ অন্যান্যরা।

ভোটাধিকার রক্ষায় বিহারে কংগ্রেসের জোরদার অভিযান: ২৬ আগস্ট রাহুল গান্ধীর পাশে থাকবেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী

পুরনিয়া, ২৪ আগস্ট : বিহারের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করতে চলেছে কংগ্রেসের 'ভোটার অধিকার যাত্রা'। আগামী ২৬ আগস্ট কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্র এই যাত্রায় যোগ দেবেন সুপৌলে, যেখানে ইতিমধ্যেই যাত্রা করছেন কংগ্রেস সাংসদ ও লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। এই যাত্রার মূল উদ্দেশ্য, বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভোটার তালিকায় কারচুপি এবং ভোটাধিকার হরণের অভিযোগ তুলে সাধারণ মানুষকে সচেতন ও সংগঠিত করা।

অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি-র সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কে.সি. বেণুগোপাল জানিয়েছেন, ২৬ ও ২৭ আগস্ট বিহারে থাকবেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। তিনি সুপৌল ও সীতামারহিতে অনুষ্ঠিতব্য রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন। তাঁর এই সফর হরতালিকা ত উৎসবের সঙ্গে মিলে যাওয়ায় মহিলাদের মধ্যে বিশেষ প্রভাব ফেলবে বলেই কংগ্রেস নেতৃত্ব মনে করছে।

রবিবার আরারিয়ায় এক বিশাল জনসভায় রাহুল গান্ধী সরাসরি অভিযোগ করেন, ''নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপির মধ্যে একটি গভীর বোঝাপড়া রয়েছে। বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন আসলে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে ভোট চুরি হচ্ছে।'' তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে গণতন্ত্রকে ভেঙে ফেলার চক্রান্ত চলছে।

রাহুল গান্ধী আরও বলেন, "যদি আমরা আজ চুপ থাকি, কাল আমাদের সন্তানদের ভোটাধিকার থাকবে না।" তিনি জানান, এই যাত্রা কেবল একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, বরং এটি ভারতের সংবিধান ও গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই। ২৬ আগস্ট প্রিয়াঙ্কা গান্ধী সুপৌলে একটি বৃহৎ জনসভায় অংশ নেবেন। এটি সেই লোকসভা আসন, যা এক সময়ে কংগ্রেস নেত্রী রঞ্জিত রঞ্জন (বর্তমানে পাপ্পু যাদবের স্ত্রী) দখলে রেখেছিলেন। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই সভার মাধ্যমে বিহারের উত্তরাঞ্চলে কংগ্রেসের সংগঠনকে মজবুত করার লক্ষ্য রয়েছে।

২৭ আগস্ট প্রিয়াঙ্কা গান্ধী সীতামারহির জনকী মন্দিরে পূজা দিতে যাবেন। এই পদক্ষেপ মহিলাদের মধ্যে এক সাংস্কৃতিক সংযোগ তৈরির পাশাপাশি কংগ্রেসের ''মহিলা ভোট ব্যাঙ্ক'' মজবুত করতে পারে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মত।

রবিবার, সীমাঞ্চল অঞ্চলে যাত্রার শেষ দিনে, রাহুল গান্ধী একটি রয়্যাল এনফিল্ড বাইকে চড়ে ২ কিলোমিটার দীর্ঘ রোড শো করেন। বাইকের পেছনে ছিলেন বিহার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রাজেশ রাম। পথিমধ্যে জালালগড়ের একটি ধাবায় থেমে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে চা খেয়ে ও কথাবার্তা বলে সময় কাটান তিনি। এর আগের দিন, তিনি কাটিহারে একটি মাখানা খামার পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি কৃষকদের সঙ্গে কথা বলেন, তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন ও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে প্রতিশ্রুতি দেনচাষিদের জন্য কংগ্রেস 'ঋণমুক্ত ভবিষ্যৎ' নিশ্চিত করবে। তাঁর কথায়, 'কৃষকদের সঙ্গে সরকারের কোনও সহানুভূতি নেই। আমরা বদল আনব।'

এই যাত্রার পাশাপাশি, কংগ্রেস দেশব্যাপী একাধিক কর্মসূচির পরিকল্পনা করেছে। ২২ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশের প্রতিটি রাজ্যের সদর দপ্তরে হবে ''ভোট চোরসিংহাসন ছাড়ো'' স্লোগানে প্রতিবাদ সভা ও র‍্যালি। এছাড়া, ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত দেশজুড়ে হবে 'ভোটাধিকার রক্ষার স্বাক্ষর অভিযান'।৭ আগস্ট রাহুল গান্ধী একটি চাঞ্চল্যকর অভিযোগ আনেন। তিনি বেঙ্গালুরুর মহাদেবপুরা লোকসভা কেন্দ্রে ১ লক্ষ ২৫০টি ''চুরি যাওয়া'' ভোটের তথ্য তুলে ধরেন। তাঁর দাবি অনুযায়ী, সেখানে ১১,৯৬৫ জন ডুপ্লিকেট ভোটার, ৪০,০০৯ জনের ঠিকানা ভুয়ো বা অবৈধ, ১০,৪৫২ জন ''বাল্ক ভোটার'' (একই ঠিকানায় বহু ভোটার) এবং ৪,১৩২ জনের ছবি অবৈধ। তাঁর অভিযোগ, এই ভোট চুরির ফলেই বিজেপি কেন্দ্রটি জিতেছে।

এই দীর্ঘ যাত্রার সমাপ্তি হবে আগামী ১ সেপ্টেম্বর পাটনার গান্ধী ময়দানে এক বিশাল জনসভা ও র‍্যালির মধ্য দিয়ে। কংগ্রেস আশা করছে, এই কর্মসূচিগুলোর মাধ্যমে বিহারে বিরোধী ঐক্য আরও জোরদার হবে এবং আগামী নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এই যাত্রা শুধু রাস্তায় হাঁটার নয়, বরং ভারতীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের জন্য এক সংগ্রাম। ভোটাধিকার, সংবিধান ও স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানগুলির রক্ষায় রাহুল ও প্রিয়াঙ্কার নেতৃত্বে কংগ্রেস আবারও মাঠে নামল।

অমিত শাহ উদ্বোধন করলেন সর্বভারতীয় স্পিকার্স সম্মেলন, শতবর্ষে স্মরণে ভিখলভাই প্যাটেল

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট : আজ রাজধানী দিল্লির বিধানসভায় দু'দিনব্যাপী সর্বভারতীয় স্পিকার্স সম্মেলন-এর উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছে ভিখলভাই প্যাটেল-এর প্রথম ভারতীয় হিসেবে কেন্দ্রীয় আইনসভায় স্পিকার নির্বাচিত হওয়ার ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে। সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে অমিত শাহ বলেন, ''দেশের স্বাধীনতার মতোই স্বাধীনতার পর গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশ পরিচালনাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ভিখলভাই প্যাটেল সেই ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, যা ভারতীয় চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে গণতন্ত্রকে পরিচালনার পথ দেখিয়েছিল।'' তিনি আরও বলেন, সংসদের মর্যাদা রক্ষা করা এবং স্পিকার পদের প্রতি সম্মান অটুট রাখা প্রতিটি সদস্যের দায়িত্ব। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, সংসদ যেন একটি নিরপেক্ষ মঞ্চ হয়ে ওঠে, যেখানে দেশের মানুষের সমস্যাগুলি তুলে ধরা যায়। এ জন্য প্রতিটি সদস্যকে উচিত বিধানসভা ও সংসদের নিয়ম মেনে কার্য পরিচালনায় অংশ নেওয়া।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু, যিনি বলেন, এই ধরণের সম্মেলন স্পিকারদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধির দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, "গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংসদ এবং রাজ্য বিধানসভাগুলি মূল স্তম্ভ। এগুলি যদি সঠিকভাবে কাজ না করে, তাহলে গণতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন উঠবে।"

তিনি আরও উল্লেখ করেন, ''বিরোধিতা করা সাংসদদের অধিকার, কিন্তু তা যেন সংসদের কাজকর্মে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। বিরোধিতা আর বিঘ্ন ঘটানোর মধ্যে পার্থক্য আছে, সেটি বুঝতে হবে।'' এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভি কে সাক্সেনা, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা, দিল্লি সরকারের মন্ত্রীরা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।

এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, এই সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন দেশের বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা ও বিধান পরিষদের স্পিকার, উপস্পিকার, চেয়ারম্যান ও উপচেয়ারম্যান-রা।

ওড়িশার দুদুমা জলপ্রপাতে ইউটিউবার সাগর তুডুর মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, জলের স্রোতে ভেসে গেলেন ভিডিও শুটের সময়

কোরাপুট, ২৪ আগস্ট : দুদুমা জলপ্রপাতে ভিডিও শ্যুট করতে গিয়ে জলের স্রোতে ভেসে গেলেন এক ইউটিউবার। নিখোঁজ যুবকের নাম সাগর তুডু (বা কুন্ডু নামে ইউটিউব চ্যানেল ছিল), বয়স ২২। ওড়িশার বেরহামপুরের বাসিন্দা সাগর শনিবার এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হন।

জানা গিয়েছে, একটি ড্রোন ক্যামেরার সাহায্যে জলপ্রপাতের দৃশ্য ক্যাপচার করছিলেন সাগর। সেই সময় তিনি জলপ্রপাতের পাথরের উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন, হঠাৎ করেই পানির স্তর বেড়ে যায়। মাছককুন্ড বাঁধ থেকে অতিরিক্ত জল ছাড়া হয়, যা এই দুর্ঘটনার মূল কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

একটি ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, স্থানীয়রা দড়ির সাহায্যে তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রবল স্রোতের কাছে তাঁদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ভারী বৃষ্টির কারণে লামতাপুট অঞ্চলে জলস্তর বেড়ে গিয়েছিল। বাঁধ কর্তৃপক্ষ নীচের এলাকাগুলিকে সতর্ক করলেও, সাগর সেই সতর্কতা জানতে পারেননি বলে অনুমান।

ভিডিওতে আরও দেখা যায়, সাগর নিরাপদ জায়গা থেকে কয়েক ফুট দূরে একটি পাথরের উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ জল বেড়ে গেলে তিনি ভারসাম্য রাখতে পারেননি এবং জলের তোড়ে ভেসে যান।

পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে, তবে এখনও পর্যন্ত সাগরের খোঁজ মেলেনি। পরিবার ও বন্ধুবান্ধবরা গভীর উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন। স্থানীয় প্রশাসন সাধারণ মানুষকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে গিয়ে এমন ঝুঁকি না নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে।

বদরপুরে ২ কোটির ইয়াবা ট্যাবলেট সহ এক ব্যক্তি গ্রেফতার

বদরপুর, ২৪ আগস্ট : ভারতের একাধিক রাজ্যে টানা ভারী বৃষ্টিপাত ও আকস্মিক বন্যার কারণে আবহাওয়া দফতর একাধিক রাজ্যে জারি করেছে রেড অ্যালার্ট। এর মধ্যেই অসমের করিমগঞ্জ জেলার বদরপুরে পুলিশ এক বড় মাদক চক্রের হদিস পেল।

শনিবার গভীর রাতে বদরপুর থানার অফিসার ইনচার্জ উত্তম অধিকারীর নেতৃত্বে চালানো এক বিশেষ অভিযানে উদ্ধার হয় আনুমানিক ২ কোটি টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট। গোরোকাপন এলাকায় জাতীয় সড়ক ৬-এর ধারে একটি পরিত্যক্ত ট্রাভেলার গাড়ি থেকে প্রায় ১.৫ কেজি ওজনের ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

অভিযানে গ্রেফতার করা হয়েছে গাড়ির মালিক শামীম আহমেদ ওরফে সাজুকে। পুলিশ সূত্রে খবর, ট্যাবলেটগুলি অত্যন্ত কৌশলে গাড়ির ভিতরে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল এবং সেগুলি অবৈধভাবে বাজারে ছড়ানোর উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত একটি বৃহত্তর চক্রের সন্ধানে তদন্ত চলছে। সম্প্রতি শ্রীভূমি এলাকায় মাদক পাচারের প্রবণতা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং বদরপুর মাদক পাচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট পয়েন্টে পরিণত হয়েছে। এই কারণে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি অভিযান আরও জোরদার করেছে।

স্থানীয় প্রশাসনের তরফে নাগরিকদের উদ্দেশ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির আহ্বান জানানো হয়েছে এবং মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

ভারতের প্রথম মানব মহাকাশ মিশনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত, জানালেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট : ভারত তার প্রথম মানব মহাকাশ মিশন 'গগনযান'-এর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। আজ নয়াদিল্লিতে গগনযাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, "এটি শুধুমাত্র একটি প্রযুক্তিগত সাফল্য নয়, বরং আত্মনির্ভর ভারতের যাত্রাপথে এক নতুন অধ্যায়।"

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে গগনযান মিশনের জন্য নির্বাচিত চারজন গগনযাত্রীগ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা, প্রসান্ত বালাকৃষ্ণন নায়ার, অজিত কৃষ্ণান এবং অঙ্গদ প্রতাপকে সম্মান জানানো হয়। এ সময় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, ভারত শুধুমাত্র কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়েই থেমে থাকেনি, বরং মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে বিশ্বের সামনে নিজেদের সক্ষমতা প্রমাণ করেছে।

তিনি আরও বলেন, "চন্দ্র থেকে মঙ্গলভারত ইতিমধ্যেই মহাকাশে নিজেদের উপস্থিতি জোরদার করেছে। ভারত মহাকাশকে শুধুমাত্র গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে দেখে না, বরং একে অর্থনীতি, নিরাপত্তা, জ্বালানি এবং মানবজাতির ভবিষ্যতের সঙ্গে যুক্ত করে দেখে।"

গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লার প্রশংসা করে রাজনাথ সিং জানান, যেখানে সাধারণত মহাকাশ প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করতে আড়াই বছর সময় লাগে, সেখানে শুভাংশু শুক্লা মাত্র আড়াই মাসে সেই প্রশিক্ষণ শেষ করেছেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর মতে, এই কৃতিত্ব কেবল তাঁর ব্যক্তিগত দক্ষতার পরিচায়ক নয়, বরং ভারতীয়দের কঠোর পরিশ্রম ও মেধার প্রতিফলন।

গগনযান মিশনের মাধ্যমে ভারত প্রথমবারের মতো নিজস্ব প্রযুক্তিতে মহাকাশে মানুষ পাঠাতে চলেছে। এই মিশন সফল হলে ভারত হবে বিশ্বের চতুর্থ দেশ, যারা নিজস্ব ক্ষমতায় মানুষকে মহাকাশে পাঠাতে সক্ষম হয়েছে।

বহি:রাজ্যে রেফারের

● প্রথম পাতার পর

১ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি তথ্য সহকারে জানান, ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৭৭৪ জনকে বহিরাজ্যে রেফার করা হয়েছিল। সেই সংখ্যাটি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কমে দাঁড়িয়েছে ৭২২ এবং ২০২৪-২৫-এ হ্রাস পেয়ে হয়েছে ৬৯০। বিগত দিনে রাজ্যে বছরে প্রায় ২ হাজার রোগীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বহিরাজ্যে রেফার করা হতো। স্বাস্থ্য সচিব বলেন, মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে সর্বদা চিন্তাশীল। মুখ্যমন্ত্রী প্রতি বুধবার মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে চিকিৎসার সহায়তা পাওয়ার লক্ষ্যে আগত জনগণকে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে সহায়তা করে থাকেন। পাশাপাশি রাজ্যের উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ গ্রহণ করার জন্যও মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানিয়ে থাকেন।

স্বাস্থ্য সচিব বলেন, রাজ্যের জনগণকে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে রাজ্যের প্রধান তিনটি হাসপাতাল জি.বি.পি. হাসপাতাল, আই.জি.এম. হাসপাতাল এবং ক্যান্সার হাসপাতালে প্রায় ২ হাজার ২০০টি শয্যা রয়েছে। এই তিনটি হাসপাতালের বহির্বিভাগে প্রতিদিন প্রায় ৪ থেকে ৫ হাজার মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করে থাকেন। স্বাস্থ্য সচিব জানান, জনগণকে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের জন্য এ.জি.এম.সি. ও জি.বি.পি. হাসপাতালে বিভিন্ন স্পেশালিটি পরিষেবা এবং ৯টি সুপার স্পেশালিটি পরিষেবা চালু রয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা ও মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার সুবিধা রোগীরা যথাযথভাবে গ্রহণ করছেন। রাজ্য সরকার টি.পি.এস.সি.-র মাধ্যমে চিকিৎসক নিয়োগের উদ্যোগ নিয়েছে। গত মাসে ৪৫ জন বিশেষজ্ঞ ডা. নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার স্ত্রী রোগের বিশেষ চিকিৎসার জন্য বাইরে থেকে বিশেষজ্ঞ স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আনার উদ্যোগ নিয়েছে।

তিনি বলেন, রাজ্যের সব প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সাপের কামড়ের প্রতিষেধক রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, ২৪৯৭ বেসিক ল্যাব, সিটি স্ক্যান, ইউ.এস.জি, এক্স রে, এম.আর.আই, ব্লাড ব্যাঙ্ক, ট্রমা কেয়ার সেন্টার, ইমার্জেন্সি কেয়ার, ও.টি., ডায়ালাইসিস ও অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু রয়েছে। তিনি জানান, রাজ্য সরকার ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু হাসপাতাল সহ মোট ৮টি পরিষেবা ও কোর্স চালু করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এছাড়াও আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও জি.বি.পি. হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগে আই.সি.ইউ. শয্যা রয়েছে ১১৬টি। স্বাস্থ্য সচিব আরও জানান, যে সমস্ত অস্ত্রোপচারের সুবিধা রাজ্যে নেই আগামীদিনে সেগুলি বহিরাজ্য থেকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এনে পরিষেবা প্রদানের চেষ্টা করা হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও জি.বি.পি. হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. শঙ্কর চক্রবর্তী, অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওনাল ক্যান্সার হাসপাতালের সুপার ডা. শিরোমণি দেববর্মা, কার্ডিওলজি বিভাগের ডা. অনিন্দ সুন্দর ত্রিবেদি, আই.জি.এম. হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. দেবশ্রী দেববর্মা, জি.বি.পি. হাসপাতালের সার্জারি বিভাগের ডা. মণিরঞ্জন দেববর্মা, নিউরোলজি বিভাগের ডা. রেড্ডি, স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি বিভাগের ডা. জয়ন্ত রায় আলোচনা করেন।

শব্দ দূষণের

● প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, আগের তুলনায় চাঁদার জুলুম এখন নেই বললেই চলে। এখন ক্লাবের সদস্যরা জানেন, কিভাবে চাঁদা নিতে হয়, তার জনগণ ও জানেন কিভাবে চাঁদা দিতে হয়। তাই শান্তিপূর্ণভাবে পূজা পরিচালনা করার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রস্তুতি সভায় আলোচনায় অংশ নিয়ে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার বলেন, আগরতলা পুরনিগম ও সংলগ্ন এলাকায় গত বছর ৬০৮টি দুর্গাপূজার আয়োজন করা হয়েছিল। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা ভালো বলেই মানুষ সারা রাতব্যাপী শারদোৎসবে অংশ নিয়েছেন। এবছরও সরকারি নিয়ম নীতি মেনে ক্লাবগুলি দুর্গোৎসবের আয়োজন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন এবং সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

প্রস্তুতি সভার শুরুতে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী বলেন, গত বছর ৪৬টি ক্লাব মায়ের গমন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিল। গত বছরের মতো এবছরও মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের গার্লস হোস্টেলের সামনে। শব্দ দূষণের বিষয়ে আরও সচেতন হতে তিনি বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানান। প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, আইজি, আইন শৃঙ্খলা এ.আর. রেড্ডি, রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী। স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব এবং আইজি, আইন শৃঙ্খলা আলোচনায় অংশ নেন। সভায় এবছর মায়ের গমন আয়োজনের বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য্য। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার সহ বিভিন্ন দপ্তরের পক্ষ থেকে পদস্থ আধিকারিকগণ আলোচনায় অংশ নেন। তাছাড়া বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিনিধিগণও আলোচনা করেন।

২০ লাখের স্বর্ণালঙ্কার ও অর্থ

● প্রথম পাতার পর

শহরের মাঝখানে এভাবে বারবার চুরি হওয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার বড়সড় প্রশ্ন তুলছে।

কমিউনিস্টরা সর্বদা উন্নয়ন

● প্রথম পাতার পর

উজ্জ্বল করেছে। একের পর এক পদকে, সম্মানে দীপা আজ দেশের সোনার মেয়ে হয়ে উঠেছে। কিন্তু তৎকালীন সময়ে যাদের দায়িত্ব ছিল দীপাকে সহায়তা করার তাঁদের কোনো ভূমিকাই ছিল না। এরা বন্দুকের নলের মধ্যে সমস্ত শক্তির উৎসের নীতিতে বিশ্বাসী।

বিপ্লব কুমার দেব অভিযোগ করেন কমিউনিস্ট মানেই পার্মানেন্ট ইমারজেন্সি পার্টি। গত ৩৫ বছর তারা ত্রিপুরাতে এই ধরনের পরিবেশ তৈরি করে রেখেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ যেখানে যুবদের খেলার মাঠে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু কমিউনিস্টের লক্ষ্য তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ আদায়ের জন্য মিছিলের লাইন লম্বা করে যুবদেরকে বিভ্রান্ত করে রাজনৈতিক ফায়দা আদায় করা। এরা কোনদিন ত্রিপুরার এবং রাজ্যের মানুষের কল্যাণ চায় নি।

কমিশনকে হাতিয়ার

● প্রথম পাতার পর

ঝুঁকছেন। ফলে আজকের বিক্ষোভ র‍্যালি ও পথসভাকে কেন্দ্র করে ধর্মনগর শহরে রাজনৈতিক উষ্ণতা বেড়ে যায়।

আজ বিকেল চারটায় ধর্মনগর জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে এক বিক্ষোভ ও সভার আয়োজন করা হয়। কর্মসূচির শুরুতে কংগ্রেস কর্মীরা ধর্মনগরে বিক্ষোভ মিছিল করে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পরে ধর্মনগর জেলা কংগ্রেস ভবনে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন রাজ্য যুব কংগ্রেস সভাপতি নীলকমল সিনা, উত্তর জেলার ভারপ্রাপ্ত জেলা কংগ্রেস সভাপতি দ্বিগবিজয় চক্রবর্তী, কংগ্রেস নেতা ভট্টাচার্য্য, কংগ্রেস নেতা কেবল কান্তি নন্দী, মহিলা কংগ্রেস নেত্রী মানশি মালাকার সহ একাধিক কংগ্রেস নেতৃত্ব।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে আশীষ কুমার সাহা অভিযোগ করেন, "সারা দেশে নির্বাচন কমিশনকে হাতিয়ার বানিয়ে বিজেপি নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছেন।

রবিবার আগরতলায় রাষ্ট্রবাদী কর্মচারী সংঘের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক সুশান্ত দেব।

আগরতলায় নেপালি ভাষা মান্যতা দিবস ও বলিদান দিবস পালিত

আগরতলা, ২৪ আগস্ট : ১৯৯২ সালের ২০ আগস্ট ভারতীয় সংবিধানে গোর্খাদের মাতৃভাষা নেপালি ভাষা সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে। সেই ঐতিহাসিক দিনকে স্মরণ করে রবিবার আগরতলার গোর্খা বস্তি আশ্রয় পেনশনার আবাসন ভবনে ভারতীয়া গোর্খা পারিষদ ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির উদ্যোগে পালিত হয় নেপালি ভাষা মান্যতা দিবস ও বলিদান দিবস।
অনুষ্ঠানে বক্তারা ভাষা আন্দোলনের চেতনা, সংগ্রাম ও ত্যাগকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। পাশাপাশি গোর্খা সমাজের ঐক্য ও সংস্কৃতির বিকাশে ভাষার গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করা হয়।
এই দিনে বিশেষভাবে মেধাবী গোর্খা শিক্ষার্থীদের প্রশংসাপত্র এবং ভাস্কর পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সমাজের বিশিষ্টজনেরা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ সাফল্যের কামনা করেন এবং নেপালি ভাষার মর্য্যাদা রক্ষার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

আমতলীতে কালীমন্দিরে দুঃসাহসিক চুরি, নগদ অর্থ-বাসনপত্র খোয়া

আগরতলা, ২৪ আগস্ট : আমতলী থানার অন্তর্গত বিবেক নগর এলাকার নিউ রাম ঠাকুর সংঘের কালী মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। জানা গেছে, গভীর রাতে চোরের দল মন্দিরের গ্রিলের দরজার তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। এরপর প্রণামী বাক্স ভেঙে প্রায় আট হাজার টাকা নিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, মন্দিরে রাখা বিভিন্ন কাশ ও পিতলের বাসনপত্রসহ অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রীও চুরি করে নিয়ে গেছে তারা।
প্রতিদিন স্থানীয় ইন্দ্র সূত্রধর নামে এক বৃদ্ধা মন্দিরে পূজা দিতে আসেন। আজ সকালে তিনি মন্দিরে এসে তালা ভাঙা দরজা এবং ভেতরে এলোমেলো জিনিসপত্র দেখতে পান। প্রণামী বাক্স খালি এবং মূল্যবান সরঞ্জাম উধাও দেখে তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়দের খবর দেন।
ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়রা দ্রুত দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে তদন্ত শুরু করেছে।

রাধানগর ব্রিজে অবৈধ দখলদারি, যানজটে ভোগান্তির শিকার এলাকাবাসী

আগরতলা, ২৪ আগস্ট : লেইক চৌমুহনী বাজার থেকে রাধানগর ব্রিজ পর্য্যন্ত রাস্তাজুড়ে প্রতিনিয়ত সৃষ্টি হচ্ছে তীব্র যানজট। অভিযোগ, ব্রিজের দু'পাশে অসংখ্য ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা অবৈধভাবে বাজার বসিয়ে রেখেছে। এর ফলে প্রতিদিনই সাধারণ মানুষকে ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে।
এলাকাবাসীর দাবি, কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাদের বসার সুযোগ দিচ্ছে এবং এভাবেই তারা আর্থিক সুবিধা নিচ্ছে। স্থানীয়রা এ নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।
সচেতন মহলের প্রশ্ন, প্রশাসন চোখ বন্ধ করে রাখায় এ অবস্থা ক্রমেই আরও মারাত্মক রূপ নিচ্ছে। অবিলম্বে দখলদারিত্ব বন্ধ করে যান চলাচল স্বাভাবিক করার দাবি তুলেছেন এলাকাবাসী।

রাজ্যের পরিকাঠামোগত উন্নয়নে প্রকৌশলীদের ভূমিকা অপরিসীম: পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী

আগরতলা, ২৪ আগস্ট: রাজ্যের পরিকাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিতে পারে, তবে সেই প্রকল্পগুলির যথাযথ বাস্তবায়ন নির্ভর করে দক্ষ প্রকৌশলীদের কর্মদক্ষতার উপর। শনিবার আগরতলার নেতাজি চৌমুহনীস্থিত পূর্ত দপ্তরের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান বিল্ডিং কংগ্রেস ত্রিপুরা সেন্টারের ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।
মন্ত্রী বলেন, "রাজ্যের সার্বিক অগ্রগতিতে প্রকৌশলীদের সঠিক ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের কর্মদক্ষতা ও নিষ্ঠার মাধ্যমেই সরকার পরিকল্পিত প্রকল্পগুলিকে সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে। সেই কাজকে সঠিকভাবে সম্পন্ন করেই ত্রিপুরাকে উন্নয়নের সঠিক দিশায় এগিয়ে নিতে হবে।"এই অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিল ইন্ডিয়ান বিল্ডিং কংগ্রেস ত্রিপুরা সেন্টার, যার সহযোগিতায় যুক্ত ছিল রাজ্য সরকারের পূর্ত দপ্তর, গ্রামোন্নয়ন দপ্তর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

এবছরেও কমলপুরের মানিক ভান্ডার ফ্রেন্ডস ক্লাব জাঁকজমকপূর্ণভাবে দুর্গাপূজার আয়োজন করেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৪ আগস্ট: এবছর কমলপুরের মানিক ভান্ডার ফ্রেন্ডস ক্লাব জাঁকজমকপূর্ণভাবে দুর্গাপূজার আয়োজন করেছে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও কমলপুরের মানিক ভান্ডার ফ্রেন্ডস ক্লাব শারদীয়া দুর্গোৎসবের আয়োজন করেছে। রবিবার মানিক ভান্ডার ফ্রেন্ডস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন ক্লাবের এডভাইজার কমিটির কনভেনশনার পঙ্কজ দেবরায়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, ক্লাবের পূজা কমিটির সভাপতি মৃনাল দেবনাথ, সম্পাদক সুমন ঘোষ সহ অন্যান্য সদস্যরা। সাংবাদিক সম্মেলনে ক্লাবের এডভাইজার কমিটির কনভেনার বলেন, এবার ক্লাবের দুর্গা উৎসব অষ্টম বর্ষে পা দিয়েছে। পূজার মোট বাজেট ২৫ লক্ষ টাকা। এবার প্যান্ডেলের থিম 'শৈশব স্বপ্নের সন্ধানে' প্যান্ডেল তৈরি করছেন পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপের শিল্পী কুমারেশ পাল। প্রতিমা তৈরি করছেন স্থানীয় মৃৎ শিল্পী রনজিৎ ভট্টাচার্য্য। আলো সজ্জায় তেলিয়ামুড়ার শিবম ডেকুরেটারস। সাংবাদিক সম্মেলনে কনভেনার শ্রী দেবরায় আরো বলেন, ফ্রেন্ডস ক্লাবের দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে প্রবীণ নাগরিক ও দিব্যাঙ্গদের জন্য পূজা দেখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকছে। তাছাড়া, পূজা উপলক্ষ্যে ক্লাবের পক্ষ থেকে দুঃস্থ গরীবদের জন্য বস্ত্রদান ও স্বচ্ছ ভারত অভিযান কর্মসূচি রয়েছে। উল্লেখ্য, কমলপুর দশটি বড় বাজেটের মধ্যে ফ্রেন্ডস ক্লাব একটি। প্রতি বছর পূজার চার দিন পূজা দেখার জন্য দর্শনার্থীদের ভিড় জমে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

াঙ্গন

জেআরসি-র কর্পোরেট ক্রিকেটে টিএসইসিএল চ্যাম্পিয়ন রানার্স-আপ পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক

আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব আয়োজিত ৩য় কর্পোরেট টি-১০ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে টি.এস.ই.সি.এল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। রানার্স ট্রফি পেয়েছে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক। আজ, রবিবার দুপুরে আমতলী প্লে গ্রাউন্ডে দু-দিন ব্যাপী টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড তথা টিএসইসিএল ৮ উইকেটের ব্যবধানে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক তথা পিএনবিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন খেতাব পেয়েছে। প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে বিজয়ী দলের নির্জেশ দেববর্মা। এর আগে প্রথম সেমিফাইনালে টিএসইসিএল ১০ উইকেটের ব্যবধানে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক-কে এবং দ্বিতীয় সেমিফাইনালে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক ১৩ রানের ব্যবধানে ত্রিপুরা স্টেট কোপারেটিভ ব্যাংক-কে পরাজিত করে ফাইনালে পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে। দুটি সেমিফাইনালে প্লেয়ার অফ দা ম্যাচের খেতাব পেয়েছেন যথাক্রমে মিঠুন ধর ও অঙ্কিত দাস। ফাইনাল ম্যাচের শেষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবর্গ ডিআইজি ক্রাইম ব্রাঞ্চ কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী, স্কুল অফ সায়েন্সের অধ্যক্ষ অভিজিৎ ভট্টাচার্য্য, দূরদর্শন কেন্দ্র - আগরতলার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর কুনাল সিন্ধে, নিউজ এডিটর সোহানা মুন্সী, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক শিল্পী অর্ণব চক্রবর্তী, জেআরসি-র সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ প্রমূখ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এবারকার আসরে বেস্ট বোলার হিসেবে নির্জেশ দেববর্মা, বেস্ট ব্যাটসম্যান মিঠুন ধর, বেস্ট ফিল্ডার অঙ্কিত দাস এবং টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে মিঠুন ধর-কে পুরস্কৃত করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় প্রত্যেক অতিথি বৃন্দ উদ্যোক্তাদের ভূয়ষী প্রশংসা করে এই উদ্যোগ নিয়মিত জারি রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলের প্রত্যেক খেলোয়ার কে পদক এবং উপস্থিত অতিথিবর্গকে শুভেচ্ছা স্মারকের পাশাপাশি আম্পায়ার বাপন হোসেন, অর্জুন দেববর্মা, গৌরব দাস, মনোজিৎ দাসের তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠা জুনিয়র ক্রিকেট টিমের প্রত্যেককে সংবর্ধিত করা হয়। খেলা চলাকালীন সময়ে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য্য, নাগেশ্বরী মিডিয়া গ্রুপের এমডি কামরাজ সরকার সহ অন্যান্য অতিথি প্রমূখ মাঠে উপস্থিত হয়ে খেলোয়াড়দের পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের বেশ প্রশংসা করেন। জেআরসি-র পক্ষ থেকে তাঁদেরকেও সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন সঞ্চালক প্রসেনজিৎ সাহা। জেআরসি-র প্রত্যেক সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রমে দারুন ভাবে টুর্নামেন্ট সাফল্যমন্ডিত ভাবে শেষ হয়েছে বলে সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ এবং সচিব অভিষেক দে সব ক-টি দলের খেলোয়াড়, আম্পায়ার, স্পন্সরর, গ্রাউন্ড স্টাফ সহ সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মেট্রিক্স দাবা প্রতিযোগিতা সম্পন্ন সূর্যবীর দত্ত, সুদীপ্ত রায় সেরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। চ্যাম্পিয়ন হলো সূর্যবীর দত্ত এবং সুদীপ্ত রায়। আন্ত: ম্যাট্রিক্স উদয়পুর শাখা দাবা প্রতিযোগিতায়। জগন্নাথ দীঘির পশ্চিম পাড়ে একাডেমির অফিস বাড়িতে রবিবার হয় আসর। জুনিয়র এবং উন্মুক্ত বিভাগে। তাতে অংশ নিয়েছিল একাডেমির ৩০ জন দাবাড়ু। চার রাউন্ডের হয় প্রতিযোগিতা। জুনিয়র বিভাগে চার রাউন্ডে পুরো চার পয়েন্ট নিয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সূর্যবীর দত্ত। দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম স্থান দখল করে যথাক্রমে ধ্রুজ্যোতি কিশোর দেবনাথ, ঐশানী সরকার, রেশভ দেবনাথ এবং স্নেহংশু দেব। সিনিয়র বিভাগে চার রাউন্ডে সাড়ে তিন পয়েন্ট পেয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সুদীপ্ত রায়। দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম স্থান দখল করে যথাক্রমে মেলাঘরের রুদ্রনীল মজুমদার, তমজিৎ সাহা, উর্মি সাহা এবং দেহান ভৌমিক। খেলা শেষে হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন রাজু মজুমদার এবং দাবাড়ুদের অভিভাবকরা। দুই বিভাগে প্রথম ৫ দাবাড়ুকে পুরস্কৃত করার পাশাপাশি আসরে অংশ নেওয়া সকল দাবাড়ুদের স্মারক দেওয়া হয়। এছাড়া ওই মহকুমার সর্বকনিষ্ঠ দাবাড়ু হিসেবে রেটিং পাওয়া রিশভ দেবনাথকে এবং আসরের সর্বকনিষ্ঠ দাবাড়ু আধিরোহন সরকারকে সংবর্ধিত করা হয় ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমির পক্ষ থেকে। আসর সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন একাডেমির কোচ কিরীটী দত্ত। তিনি জানান, একাডেমিতে ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে। ভর্তি হতে ইচ্ছুকদের ৭০০৫২৯১৯৭৬ নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

টিসিএ আয়োজিত ১ম অনূর্ধ ১৮ ক্লাব লীগ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন চলমান, মৌচাক রানার্স

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। চলমান চ্যাম্পিয়ন। প্রথমবারের মতো আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ ক্লাব লীগ ক্রিকেটে প্রথম চ্যাম্পিয়নের গৌরব টা-ই আলাদা। ফাইনাল খেলায় আজ, রবিবার চলমান সংঘ ছয় উইকেটের বড় ব্যবধানে ফাইনালিস্ট শক্তিশালী টিম মৌচাককে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন শিরোপা পেয়েছে। আয়োজক ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন। বৃষ্টি বিঘ্নিত টুর্নামেন্ট একটু দীর্ঘ সময় নিয়ে অনুষ্ঠিত হলেও আজ ফাইনাল ম্যাচের মধ্য দিয়ে তা শেষ হয়েছে। জাতীয় ক্রিকেট আসরে অনূর্ধ ১৯ রাজ্য দলের অংশগ্রহণ সাফল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ ক্লাব লীগ টিকেট ঘিরে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনার তৈরি হয়েছিল। মোট ১৪ টি ক্লাব দল এই আসরে অংশ নিয়েছিল। সকাল ৯ টায় এমবিবি স্টেডিয়ামে আজ, রবিবার ফাইনাল ম্যাচ শুরুতে টস জিতে মৌচাক ক্লাব প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ৫০ ওভারের খেলায় মৌচাক ক্লাব ৪৬.৫ ওভার খেলে ১৫৭ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে সুব্রত চক্রবর্তী সর্বাধিক ছত্রিশ রান পায়। চলমান সংঘের রাকেশ রুদ্র পাল ১৮ রানে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে যথেষ্ট সাফল্য পেয়েছে। একই সঙ্গে মৌচাক ক্লাবকে চ্যালেঞ্জিং স্কোরের আগে থামিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। এছাড়া, অভিক পাল, এপ্রিল দেববর্মা ও শঙ্খনীল সেনগুপ্ত প্রত্যেকে পেয়েছিল একটি করে উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে চলমান সংঘের ব্যাটার্সরা দায়িত্বপূর্ণ ব্যাট চালিয়ে দলের জন্য কর্তৃত্বপূর্ণ জয় এনে দেয়। ৪১ ওভার খেলে চার উইকেট হারিয়ে চলমান সংঘ জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে অর্ঘ্যদীপ চৌধুরী ৬৯ বল খেলে নটি বাউন্ডারি সহযোগে ৫২ রান পায়। এছাড়া, অধিনায়ক অর্কজিৎ পাল ৩৬ রানে এবং সুরজ গুরুং ৩৪ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জয় এনে দেয়। মৌচাকের বোলার জয় অধিকারী ৩৪ রানে ৩টি এবং মানিক আহমেদ একটি উইকেট পেয়েছিল।

অশ্বিনের নিশানায় গম্ভীর ! ভারতীয় কোচের নতুন ফতোয়ায় অখুশি রবি, 'হিতে বিপরীত হতে পারে'

ভারতীয় দলের ক্রিকেটার, বিশেষ করে জোরে বোলারদের জন্য এক নতুন ফিটনেস টেস্ট চালু করতে চলেছেন গৌতম গম্ভীর। রাগবির ধাঁচে 'ব্রঙ্কো' পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গম্ভীরের এই ফতোয়ায় খুশি নন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তাঁর মতে, যা চলছে তা হঠাৎ করে বদলে দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। ক্রিকেটারেরা চোট পেতে পারেন বলেও সতর্ক করেছেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার। গম্ভীরের নাম করেননি অশ্বিন। তবে তাঁর নিশানায় যে ভারতের প্রধান কোচ তা স্পষ্ট।

দলের নতুন স্ট্রেংথ ও কন্ডিশনিং কোচ আদ্রিয়ান লে রুর মস্তিষ্ক থেকে এই ভাবনা বেরিয়েছে। সোহম দেশাইয়ের বদলে তিনি ভারতীয় দলের স্ট্রেংথ ও কন্ডিশনিং কোচ হয়েছেন। নিজের ইউটিউব চ্যানেল 'অ্যাশ কি বাত'-এ অশ্বিন এই নতুন ফিটনেস পরীক্ষা নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি বলেন, "ট্রেনার পরিবর্তন হলে ট্রেনিংয়ের পদ্ধতিও বদলায়। যখন সেটা হয় তখন ক্রিকেটারদের সমস্যায় পড়তে হয়। কারণ, দীর্ঘ দিন ধরে একটা নির্দিষ্ট ট্রেনিং পদ্ধতিতে আপনি থাকেন। হঠাৎ তাতে বদল করা মুশকিল। এতে চোট পাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে।"

অশ্বিন জানিয়েছেন, তাঁকে নিজেও এই সমস্যার সামনে পড়তে হয়েছে। কিন্তু সোহম দীর্ঘ দিন ভারতীয় দলের সঙ্গে যুক্ত থাকায় ধীরে ধীরে একটা পদ্ধতির মধ্যে ঢুকতে পেরেছিলেন তিনি। অশ্বিন বলেন, "২০১৭ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত আমাকেও সমস্যায় পড়তে হয়েছে। কী ভাবে ট্রেনিং করব বুঝতে পারছিলাম না। সোহম সবটাই জানে। ধীরে ধীরে একটা পদ্ধতিতে ঢুকেছিলাম।"

অশ্বিনের মতে, ক্রিকেটারদের কাছ থেকে যখন ধারাবাহিকতা চাওয়া হয়, তা হলে ট্রেনিংয়ের পদ্ধতিতে কেন ধারাবাহিকতা থাকবে না। তিনি বলেন, "আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। ক্রিকেটারদের কাছে ধারাবাহিকতা চাওয়া হয়। সেই ধারাবাহিকতা তো ট্রেনিংয়েও দরকার। সেটা কেন হচ্ছে না? যখন নতুন ট্রেনার আসেন, তিনি আগের নিয়ম বদলে দেন। সেটা ঠিক নয়। যখন একটা ট্রেনিং পদ্ধতিতে সাফল্য আসছে তখন তা বদলানোর কী দরকার। তাতে কিছু পরিবর্তন করা যেতে পারে।

কিন্তু পুরোটা বদলে ফেলার কোনও মানে নেই।"

দলের নতুন স্ট্রেংথ ও কন্ডিশনিং কোচ আদ্রিয়ান চান, জোরে বোলারেরা জিমে সময় কাটানোর চেয়ে মাঠে গিয়ে বেশি দৌড়োদৌড়ি করুন। কোচ গৌতম গম্ভীরেরও একই মত। তাই যৌথ ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিছু কিছু ক্রিকেটার নাকি বেঙ্গালুরুতে বোর্ডের উৎকর্ষ কেন্দ্রে গিয়ে এই পরীক্ষা দিয়ে এসেছেন। ইয়ো-ইয়ো পরীক্ষা এবং দু'কিলোমিটার ট্রায়াল রানের মতো পরীক্ষা ইতিমধ্যেই রয়েছে। তার সঙ্গে আরও একটা পরীক্ষা যোগ করা হচ্ছে।

'ব্রঙ্কো' পরীক্ষায় প্রথমে ২০ মিটার দৌড়ে আবার স্টার্টিং পয়েন্টে ফিরে আসতে হয়। এর পর ৪০ মিটার দৌড়ে ফিরতে হয়। তার পর ৬০ মিটার দৌড়ে ফিরতে হয়। এই পুরো প্রক্রিয়া হল একটা সেট। এ ভাবে এক বারে পাঁচটা সেট করতে হয়। পাঁচটা সেট সম্পূর্ণ করতে একজন ক্রীড়াবিদকে ১,২০০ মিটার দৌড়তে হয়। ভারতীয় ক্রিকেটারদের বলা হয়েছে পাঁচ মিনিটের মধ্যে পাঁচটা টেস্ট সম্পূর্ণ করতে। রাগবির ধাঁচে এই ফিটনেস টেস্ট নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন অশ্বিন।

বোর্ডের সঙ্গে লেগে গেল দক্ষিণের নির্বাচকদের, নির্দেশ না মেনে দলীপের দলে রাখা হল না রাহুল-সিরাজদের

বোর্ডের অনুরোধ শুনলেন না দক্ষিণাঞ্চলের নির্বাচকেরা। কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা ক্রিকেটারদের দলীপ ট্রফির দলে নেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছিল। সে কথা আপাতত শোনা হল না। ফলে দলীপে হয়তো খেলতে পারবেন না কেএল রাহুল, ওয়াশিংটন সুন্দর, মহম্মদ সিরাজ, সাই সুদর্শন এবং প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ।

এক মাস আগেই রাজ্য সংস্থাগুলোকে অনুরোধ করে কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা ক্রিকেটারদের দলীপের দলে নিতে অনুরোধ করেছিল বোর্ড। তবে সেই নির্দেশে পাত্তা দেননি দক্ষিণাঞ্চলের নির্বাচকেরা। ২৬ জুলাই যে দল বেছে নিয়েছিলেন তাতে আপাতত কোনও বদল হচ্ছে না। সেই দলে থাকা তিলক বর্মাই একমাত্র বোর্ডের চুক্তিতে থাকা ক্রিকেটার।

দক্ষিণাঞ্চলের কর্তাদের দাবি, আঞ্চলিক দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে জাতীয় নির্বাচকদের কোনও ভূমিকা নেই। যদি অনুরোধ করতেই হয়, তা হলে চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটারদের রঞ্জি ট্রফিতে খেলা বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হোক। যদি চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটারদের খেলার মধ্যে রাখতে হয় তা হলে নিয়মিত ভারত 'এ' দলের হয়ে খেলানো হোক। রঞ্জিতে যাঁরা ভাল খেলেছেন তাঁদেরই দলীপে খেলা উচিত বলে মত দক্ষিণাঞ্চলের নির্বাচকদের।

দক্ষিণাঞ্চলের এক কর্তা বলেছেন, "কেরল রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে উঠেছিল (রঞ্জির ৯০ বছরের ইতিহাসে প্রথম বার)। দারুণ মরসুম কেটেছে ওদের। তাই ওই দলের ক্রিকেটারদের দলীপে নিতেই হত। ভারতীয় ক্রিকেটারদের এই দলে জায়গা দিতে গেলে রঞ্জি জয়ী কেরলের অনেকেই বাদ পড়ত।"

দক্ষিণাঞ্চলে ১৫ জনের দলে কেরলের চার জন, হায়দরাবাদের তিন জন, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু এবং কর্নাটক থেকে দু'জন করে এবং গোয়া ও পণ্ডিচেরী থেকে একজন করে জায়গা পেয়েছেন। নির্বাচনী বৈঠকে ঘরোয়া ক্রিকেটে ভাল খেলা খেলোয়াড়দের নেওয়ার উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে। গত বার দলীপে রানার্স হয়েছিল দক্ষিণাঞ্চল। তাই এ বার সরাসরি সেমিফাইনাল খেলবে। এখনও সময় বাকি। এখন দেখার দক্ষিণাঞ্চলের কর্তাদের অবস্থানে বদল হয় কি না।

হঠাৎ অবসর পুজারার, সব ধরনের ক্রিকেটকে বিদায় ভারতের অন্যতম সেরা ব্যাটারের

অবসর নিলেন চেতেশ্বর পুজারা। সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসরের কথা জানিয়েছেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন সদস্য। রবিবার সকালে সমাজমাধ্যমে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন সৌরাষ্ট্রের ব্যাটার। দেশের হয়ে ১০৩টে টেস্ট এবং ৫টা এক দিনের ম্যাচ খেলেছেন পুজারা।

অবসর বার্তায় পুজারা বলেছেন, "ভারতের জার্সি পরা, জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া, মাঠে নেমে নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা এ সবের প্রকৃত অর্থ ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সব ভাল জিনিসই একটা সময় শেষ হয়। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে ভারতের সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিচ্ছি। সমস্ত ভালবাসা এবং সম্মানের জন্য সকলকে ধন্যবাদ।" ৩৬ বছরের ক্রিকেটারকে দেশের অন্যতম সেরা টেস্ট ব্যাটার হিসাবে বিবেচনা করা হত। বিশ্বের সর্বত্র টেস্ট ক্রিকেটে সফল হয়েছেন।

২০২৩ সালের জুন মাসে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শেষ টেস্ট খেলেন পুজারা। ২০১০ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেই টেস্ট অভিষেক হয়েছিল তাঁর। রাহুল দ্রাবিড়ের পর ভারতীয় টেস্ট দলের ব্যাটিং অর্ডারের তিন নম্বর জায়গায় ভরসা হয়ে উঠেছিলেন পুজারা। বাদ পড়ার পরও জাতীয় দলে ফেরার সব রকম চেষ্টা করেছিলেন। ঘরোয়া ক্রিকেটের পাশাপাশি ইংল্যান্ডে গিয়ে কাউন্টি ক্রিকেটও খেলেছেন। রানও করেছেন। তবু অজিত আগরকরের জাতীয় নির্বাচক কমিটি তাঁর নাম গত আড়াই বছর বিবেচনা করেনি। শেষ পর্যন্ত প্রত্যাবর্তনের আশা ছেড়ে অবসরের সিদ্ধান্তই নিয়ে নিলেন পুজারা।

বিদেশের মাটিতে ভারতের টেস্ট সিরিজ জয়ে পুজারার অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পর পর দু'বার টেস্ট সিরিজ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। ২০১৮-১৯ মরসুমের সিরিজে করেছিলেন ৫২১ রান। সেই সিরিজে ৩টে শতরান এসেছিল তাঁর ব্যাট থেকে। ১০৩টে টেস্ট খেলে ৪৩.৬০ গড়ে ৭১৯৫ রান করেছেন। লাল বলের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর সর্বোচ্চ রান অপরাজিত ২০৬। ১৯টা শতরান এবং ৩৫টা অর্ধশতরান এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে। দেশের হয়ে ৫টা এক দিনের ম্যাচে করেন ৫১ রান। সর্বোচ্চ ২৭। সাদা বলের ক্রিকেটের জন্য তাঁকে কখনও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়নি। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ২৭৮টা ম্যাচে ৫১.৮২ গড়ে ২১৩০১ রান করেছেন। সর্বোচ্চ ৩৫২। ৬৬টা শতরান এবং ৮১টা অর্ধশতরান রয়েছে তাঁর ঝুলিতে।

শেষ বার ভারতীয় জার্সিতে ২০২৩ সালের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে খেলেছিলেন পুজারা। তার পর থেকে জাতীয় দলে ব্রাত্য তিনি। এর মধ্যে গত মাসে ভারতের ইংল্যান্ড সফরে ধারাভাষ্যকারের ভূমিকায় দেখা গিয়েছে তাঁকে। সেই পুজারা কয়েক দিন আগেও হাল ছাড়ার কথা ভাবেননি। জাতীয় দলে ফেরার আশা বাঁচিয়ে রাখতে আগামী মরসুমেও রঞ্জি ট্রফি খেলার কথা জানিয়েছিলেন কয়েক দিন আগে। সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট সংস্থাকে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিলেন। বছরের শুরুর দিকে এক সাক্ষাৎকারে পুজারা বলেছিলেন, "জাতীয় দলে ফিরতে চাই। যত দিন খেলব, সেই লক্ষ্যই থাকবে। এখনও নিজের ফিটনেসের দিকে নজর দিই। নিজেকে তৈরি রাখি। যে সুযোগ পাই তা কাজে লাগানোর চেষ্টা করি।" ফলে পুজারার হঠাৎ অবসরের সিদ্ধান্ত খানিকটা হলেও বিস্মিত করেছে ক্রিকেটপ্রেমীদের। ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত আইপিএল খেলেছেন পুজারা। প্রথম দু'বছর খেলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে। পরের তিন বছর খেলেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে। শেষ বছর খেলেন পঞ্জাব কিংসের হয়ে। তার পর আইপিএলের কোনও দল তাঁকে নেয়নি। আইপিএলে ৩০টা ম্যাচে তাঁর রান ৩৯০। গড় ২০.৫২। স্ট্রাইক রেট ৯৯.৭৪। সর্বোচ্চ ৫১।

ব্যাটিং নয়, মাঠের বাইরের কারণে এশিয়া কাপের দল থেকে বাদ শ্রেয়স! দাবি কোহলির প্রাক্তন সতীর্থের

কেন এশিয়া কাপের দল থেকে বাদ পড়েছেন শ্রেয়স আয়ার? ভারতের নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকরের মতে, শ্রেয়সের কোনও দোষ ছিল না। তাঁদেরও দোষ ছিল না। ১৫ জনের দলে শ্রেয়সের জায়গা হচ্ছে না বলেই তাঁকে নেওয়া হয়নি। সেটাই কি কারণ? তেমনটা মনে করেন না এবি ডিভিলিয়ার্স। শ্রেয়স জায়গা না পাওয়ায় অবাক হয়েছেন বিরাট কোহলির প্রাক্তন আইপিএল সতীর্থ। তবে তাঁর দাবি, ব্যাটিং নয়, মাঠের বাইরের কারণে এশিয়া কাপের দলে জায়গা পাননি শ্রেয়স।

সমাজমাধ্যমে অনুরাগীদের সঙ্গে আলোচনার সময় শ্রেয়সের প্রসঙ্গে কথা বলেন ডিভিলিয়ার্স। তিনি বলেন, "আমি ভারতীয় দল দেখে অবাক। ভাবছিলাম, শ্রেয়সকে কোথায় নেওয়া যেত। গত কয়েক দিনে শ্রেয়সকে নিয়ে অনেক খবর পড়েছি। অনেকে হতাশ হয়েছেন। আমার মনে হয় গত কয়েক বছরে ওর যা পারফরম্যান্স তাতে শ্রেয়স সবচেয়ে বেশি হতাশ হয়েছে।"

শ্রেয়স ভারতের সিনিয়র খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন। কিন্তু নির্বাচকদের আলোচনায় কী কথা হয়েছে, তা অজানা। সেই কথা শোনা গিয়েছেন ডিভিলিয়ার্সের গলায়। তিনি বলেন, "শ্রেয়স অনেক পরিণত হয়েছে। ওর মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু বন্ধ দরজার ভিতরে কী আলোচনা হয়েছে তা কেউ জানে না। আমি জানি না। আপনারাও জানেন না।"

শ্রেয়সকে এশিয়া কাপের দলে না নেওয়ার নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে বলে মনে করেন ডিভিলিয়ার্স। তবে সেটা মাঠের বাইরের কারণ। তিনি বলেন, "শ্রেয়স নিজেও হয়তো জানে না কেন ওকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে আমার কিছু প্রশ্ন আছে। সাজঘরের পরিবেশ ফুরফুরে রাখার কাজ কি ও করে? ওর মুখে কি সব সময় হাসি থাকে? দলের বাকিদের মনোবল তুলে ধরার কাজ কি ও করে? খেলা সব সময় মাঠের ভিতরে হয় না। বাইরেও হয়। ক্রিকেট দলগত খেলা। শ্রেয়স থাকলে কি সেখানে কোনও সমস্যা হত? আমার মনে হয়, সেই রকম কোনও কারণেই ওকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ব্যাটিংয়ের জন্য নয়।"

শ্রেয়সের বিরুদ্ধে আগেও শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে। বোর্ডের নির্দেশের পরেও চোটের কারণে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলেননি তিনি। ভারতের কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ পড়েছেন। আবার ফিরেছেন। সেই কারণেই কি শ্রেয়সের উপর ভরসা রাখতে পারেননি নির্বাচকেরা? কিন্তু চলতি বছর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ও আইপিএলে ফর্মে ছিলেন তিনি। প্রচুর রান করেছেন। ভাল স্ট্রাইক রেটে রান করেছেন। তার পরেও বাদ দেওয়া হয়েছে তাঁকে। তবে কি ডিভিলিয়ার্সের ধারণাই ঠিক? মাঠের বাইরের কারণেই তাঁর দিকে তাকাননি আগরকরেরা?

এশিয়া কাপের জন্য ১৭ জনের দল আফগানিস্তানের, নেতৃত্বে রশিদ, কারা সুযোগ পেলেন

এশিয়া কাপের জন্য দল ঘোষণা করল আফগানিস্তান। রশিদ খানের নেতৃত্বে ১৭ জনের দল বেছে নিয়েছেন আফগান নির্বাচকেরা। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের পর দলে ফিরেছেন জোরে বোলার নবীন উল হক। চোট সারিয়ে দলে ফিরেছেন তরুণ স্পিনার আল্লা গজনফরও।

এশিয়া কাপের দল নিয়ে পরীক্ষার পথে হাঁটেননি আফগান নির্বাচকেরা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পরীক্ষিত এবং সফলদের নিয়েই দল তৈরি করেছেন তাঁরা। নির্বাচিত দলের বোলিং শক্তি প্রতিযোগিতার অন্যতম সেরা। রশিদ, নবীন, গজনফর ছাড়াও দলে রয়েছেন জোরে বোলার ফজলহক ফারুকি, স্পিনার মুজিব উর রহমান, অলরাউন্ডার আজমাতুল্লা ওমরজাই, মহম্মদ নবি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) শেষ তিনটে সাদা বলের প্রতিযোগিতায় এশিয়ার দ্বিতীয় সেরা (ভারতের পর) দল হিসাবে শেষ করেছে আফগানিস্তান। এশিয়া কাপেও তারা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অন্যতম দাবিদার।

এশিয়া কাপের গ্রুপ 'এ'-তে রয়েছে আফগানিস্তান। গ্রুপ পর্বে তাদের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা এবং হংকং। ৯ সেপ্টেম্বর তাদের প্রথম ম্যাচ হংকংয়ের বিরুদ্ধে। ১৬ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ এবং ১৮ সেপ্টেম্বর শ্রীলঙ্কার সঙ্গে খেলবেন রশিদেরা।

এশিয়া কাপের আফগানিস্তান দল: রশিদ খান (অধিনায়ক), রহমানুল্লাহ গুরবাজ, ইব্রাহিম জাদরান, দারউইশ রাসুলি, সেদিকুল্লা অটল, আজমাতুল্লা ওমরজাই, করিম জানাত, মহম্মদ নবি, গুলবাদিন নায়েব, শরাফুদ্দিন আশরাফ, মহম্মদ ইশাক, মুজিব উর রহমান, আল্লা গজনফর, নুর আহমেদ, ফারিদ মালিক, নবীন উল হক এবং ফজলহক ফারুক।

৩ দেশে ৫৪টি ম্যাচ, ঘোষিত ২০২৭ ক্রিকেট বিশ্বকাপের ভেন্যু

২০২৭-এর পুরুষদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ হবে দক্ষিণ আফ্রিকায়। তবে শুধু দক্ষিণ আফ্রিকা নয়। আরও দুটি দেশে বসবে বিশ্বকাপের আসর। মোট ম্যাচ সংখ্যা ও সে দেশের ৮টি ভেন্যু জানিয়ে দিল দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট সংস্থা।

২০২৭-র ওয়ানডে বিশ্বকাপে হবে মোট ৫৪টি ম্যাচ। তার মধ্যে ৪৪টি ম্যাচ হবে দক্ষিণ আফ্রিকার আটটি শহরে। কোন কোন শহরে ম্যাচগুলি হবে, তাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গ, প্রিটোরিয়া, কেপটাউন, ডারবান, কেবেরহা, ব্লোয়েমফোনটেন, ইস্ট লন্ডন ও পার্লে ম্যাচগুলি হবে। অন্যদিকে জিম্বাবোয়ে ৫টি ম্যাচ ও নামিবিয়াতে ৫টি ম্যাচ হবে। ফাইনাল হতে পারে জোহানেসবার্গের ওয়ান্ডারার্স স্টেডিয়ামে। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট সংস্থার প্রধান রিহান রিচার্ডস বলছেন, "২৪ বছর পর আইসিসির ক্রিকেট বিশ্বকাপ টুর্নামেন্ট আফ্রিকার মাটিতে ফিরছে। ২০২৭-র বিশ্বকাপকে আমরা ভক্তদের জন্য নতুন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করে রাখতে চাই। যা আফ্রিকার প্রতিনিধিত্ব করার পাশাপাশি গোটা বিশ্বের কাছে ছড়িয়ে যাবে।"বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য তিন দেশের মিলিত একটি কমিটিও তৈরি করা হয়েছে। যার চেয়ারম্যান করা হয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন মন্ত্রী ট্রেভর ম্যানুয়েল। তিনি বলেন, "দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট বোর্ডের পরিকল্পনা রয়েছে, বিশ্বকাপকে আমাদের দেশের মুখ করে তোলা। দেশের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে তুলে ধরা। প্লেয়ার ও সমর্থকদের আমরা এমন অভিজ্ঞতার সাক্ষী করতে চাই, যা তারা কোনও দিন ভুলবেন না।" দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট বোর্ডের পরিকল্পনা আফ্রিকা মহাদেশের সংস্কৃতিকে বিশ্বকাপের মাধ্যমে তুলে ধরা।

বিশ্বের প্রথম ফুটবলার হিসাবে নজির গড়েও কাঁদলেন রোনাল্ডো, ট্রফি দিতে পারলেন না আল নাসেরকে

বিশ্বের প্রথম ফুটবলার হিসাবে নজির গড়লেন। তবু খুশি হতে পারলেন না ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। ম্যাচের পর কাঁদতে দেখা গেল তাঁকে। আল নাসেরের হয়ে আরও একটা ফাইনালে হারতে হল রোনাল্ডোকে। এখনও ক্লাবকে ট্রফি দিতে পারলেন না পর্তুগিজ তারকা।

শনিবার হংকং স্টেডিয়ামে সৌদি সুপার কাপের ফাইনালে আল আহলির মুখোমুখি হয়েছিল আল নাসের। সেই ম্যাচ নির্ধারিত সময়ে ২-২ থাকার পর পেনাল্টি শুটআউটে হেরেছে তারা। রোনাল্ডো টাইব্রেকারের সময় হাত দু'পাশে নিয়ে প্রার্থনাও করছিলেন। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়েই মাঠ ছাড়তে হয়। এই নিয়ে আল নাসেরের হয়ে তিনটে ফাইনালে হারলেন তিনি।

রোনাল্ডো অবশ্য প্রথমার্ধেই নজির গড়েন। আল নাসেরের হয়ে এ দিনই শততম গোল হয়ে গেল তাঁর। বিশ্বের প্রথম ফুটবলার হিসাবে চারটে ক্লাবের হয়ে ১০০টা গোল করার নজির গড়েছেন তিনি। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ৪৫০, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে ১৪৫ এবং জুভেন্টাসের হয়ে ১০১টা গোল রয়েছে রোনাল্ডোর। পাশাপাশি দেশের হয়ে ১৩৮টা গোল রয়েছে। রোনাল্ডো টপকে গিয়েছেন ইসিদ্রো লাঙ্গারা, রোমারিয়ো এবং নেমারকে। এই তিন জনেরই তিনটে ক্লাবের হয়ে ১০০টা গোলের নজির রয়েছে।

আল নাসের এ দিন শুরু থেকেই দাপটের সঙ্গে খেলতে থাকে। রোনাল্ডোর হেড অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। প্রথমার্ধেই পেনাল্টি পায় আল নাসের। বক্সে হাতে বল লেগেছিল আল আহলির আলি মাজরাশির। পেনাল্টি থেকে রোনাল্ডো গোল করেন। কিছু ক্ষণ পরেই আল আহলির ফ্রাঙ্ক কেসি সমতা ফেরান।

দ্বিতীয়ার্ধে সেই কেসির ভুল থেকেই আল নাসেরকে এগিয়ে দেন মার্সেলো ব্রোজোভিচ। রজার ইবানেজের গোলে সমতা ফেরায় আল আহলি। টাইব্রেকারেও রোনাল্ডো গোল করেন। তবে সতীর্থদের সুযোগ নষ্টের কারণে দল জিততে পারেনি।

হিমন্তের সঙ্গে ঘন্টাখানেক সুশান্ত

খারাপ আবহাওয়ার জন্য গুয়াহাটিগামী বিমানের জরুরি অবতরণ আগরতলায়

আগরতলা, ২৪ আগস্ট: আজ ডিব্রুগড় থেকে গুয়াহাটি অভিমুখী ইন্ডিগোর একটি বিমানে যাত্রা করছিলেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। তখনই গুয়াহাটির আবহাওয়ার অবনতি হওয়ায় জরুরি অবস্থায় এই বিমান আগরতলা বিমান বন্দরে অবতরণ করে। সঙ্গে আরও চারটি বিমানও গুয়াহাটিতে পৌঁছাতে না পেরে আগরতলায় অবতরণ করেছে বলে জানা যায়।

এদিকে আগরতলা বিমানবন্দরে আসামের মুখ্যমন্ত্রীর খবর পেয়ে বিমানবন্দরে ছুটে গেছেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সঙ্গে ছিলেন জেলাশাসক ড. বিশাল কুমার। গুয়াহাটির আবহাওয়া স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত আগরতলা বিমানবন্দরেই ছিলেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী। পরবর্তীতে আবহওয়া স্বাভাবিক হওয়ার পর তিনি পুনরায় গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, রবিবার গুয়াহাটির আকাশে প্রবল বৃষ্টিপাত ও বজ্রঝড়ের কারণে বিমানের অবতরণ সম্ভব না হওয়ায় সেটিকে আগরতলায় ঘুরিয়ে আনা হয়।এর আগে সকালে ইন্ডিগো কর্তৃপক্ষ এক ভ্রমণ নির্দেশিকা প্রকাশ করে যাত্রীদের সতর্ক করেছিলেন গুয়াহাটির প্রতিকূল আবহাওয়া পরিস্থিতি নিয়ে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছিল, "গুয়াহাটিতে টানা বৃষ্টিপাত ও বজ্রঝড়ের কারণে বিমান চলাচলে সমস্যা দেখা দিচ্ছে।"

এদিকে ত্রিপুরার আগরতলা বিমানবন্দরে নিরাপদে অবতরণের পর মুখ্যমন্ত্রীর যাত্রা সাময়িকভাবে স্থগিত থাকে। যাত্রীরা ও নিরাপত্তা কর্মীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন বিমানের সুরক্ষিত অবতরণে।

রাধামাধব উন্নয়ন সংঘের এবারের দুর্গাপূজার থিম গ্রাম বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট: দুর্গাপূজা সমাগত প্রায়। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও সার্বজনীন পূজা উদ্যোক্তারা তাদের কাঠাম ও প্যান্ডেল তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছে। শারদীয়া দুর্গোৎসব এই রাজ্যের একটি ঐতিহ্যবাহী উৎসব। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল অংশের মানুষ শারদীয়া দুর্গোৎসবে শামিল হন। এই রাজ্যে শারদীয়া দুর্গোৎসবের যথেষ্ট ঐতিহ্য রয়েছে। বিভিন্ন ক্লাব দৃষ্টিনন্দন শারদ উৎসবের আয়োজন করে থাকে।

এই বছর রাধামাধব উন্নয়ন সংঘ দুর্গাপূজার থিম নিয়ে আসলো গ্রাম বাংলা। পুরনো গ্রাম বাংলার চিত্র তুলে নিয়ে আসবে শহরে যা বর্তমান প্রজন্ম ধীরে ধীরে ভুলে যাচ্ছে। দশ লক্ষ্য টাকা বাজেট নিয়ে এই বছরের আয়োজন। তার পাশাপাশি রক্তদান শিবির থেকে শুরু করে গরিব দুস্থদের মধ্যে বস্ত্র দান সহ নানান কর্মসূচির আয়োজন করা হবে।

ধর্মনগরে মেগা আইনি সহায়তা শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ আগস্ট: আজ ধর্মনগরে এক মেগা আইনি সহায়তা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর ত্রিপুরা জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ধর্মনগরের কালাছড়া ব্লকস্থিত লালছড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় এই আইনি সহায়তা শিবির। ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন জাজ অংশুমান দেববর্মা এই শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। শিবিরে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা আইনি পরিষেবা শিবিরের সচিব রাজর্ষি চক্রবর্তী, কালাছড়া ব্লকের বিডিও নারয়ণ দেবনাথ, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রাবণী নাথ প্রমুখ।

শিবিরে এলাকার জনগণকে আইনি পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি ধর্মনগর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে বিভিন্ন পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। পি.আর.টি.সি. ইনকাম সার্টিফিকেট সহ বিভিন্ন সার্টিফিকেট পাওয়ার আবেদন জমা নেওয়া হয়। কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে ১০ জন কৃষককে সয়েল হেলথ কার্ড দেওয়া হয়। মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে ৫ জন মাছচাষিকে মাছের খাবার ও ওষুধ দেওয়া হয়। বন দপ্তরের উদ্যোগে বিনামূল্যে গাছের চারা দেওয়া হয়।

স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে রোগীদের বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে ১০ জন কিশোরী মেয়েকে স্যানিটেশন কিট দেওয়া হয়। জেলা দিব্যাঙ্গ পুনর্বাসন কেন্দ্রের উদ্যোগে ৭ জনকে হুইল চেয়ার, ৪ জনকে ট্রাইসাইকেল, ৭ জনকে শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র দেওয়া হয়। শিবিরকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। অন্যান্য বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে রূপায়িত বিভিন্ন প্রকল্প সমূহের সুবিধা ও আবেদনপত্র জমা নেওয়া হয়।

মেডিকেল অ্যাস্ট্রোলজি রিসার্চ ফ্র্যাটারনিটির উদ্যোগে রক্তদান শিবির

আগরতলা, ২৪ আগস্ট : মেডিকেল অ্যাস্ট্রোলজি রিসার্চ ফ্র্যাটারনিটির উদ্যোগে শনিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। এদিনের অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেটর রত্না দত্ত, আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার এবং সংগঠনের সম্পাদিকা সোমা চৌধুরী।

ফোরাম অব সিভিল পেনশনার্স এসোসিয়েশন ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির কনভেনশন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট: ফোরাম অব সিভিল পেনশনার্স এসোসিয়েশনের ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির উদ্যোগে পেনশনার্স ভেলিডেশন এক্ট নিয়ে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় আজ। ত্রিপুরা স্টুডেন্টস হেলথ হোমের অডিটোরিয়ামে এই সভায় প্রধান অতিথি ও মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেনন ওড়িশা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্র।

উল্লেখ্য, সারা দেশ জুড়েই ২৪ আগস্ট থেকে ২৮ আগস্টের মধ্যে প্রত্যেক রাজ্যে ফোরাম অব সিভিল পেনশনার্স এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কমিটি এই ধরনের কনভেনশনের আহ্বান জানিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সংস্থা, অধিগৃহীত সংস্থা, স্বশাসিত সংস্থা, বিএস এন এল সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানের পেনশনভোগীরা একত্রিতভাবে গত জুলাই মাসের ২৫ তারিখ মানব বন্ধন কর্মসূচির পর এই কনভেনশনের আয়োজন করছে।

মূলত গত অর্থ বিলের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পুরনো ও নতুন পেনশনারদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করার জন্য ভেলিডেশন ক্লজ প্রণয়ন করায় দেশজুড়ে সমস্ত কেন্দ্রীয় পেনশনারদের ভেতর ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

এছাড়াও অষ্টম বেতন কমিশন গঠন করার ঘোষণা চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে দেয়া হলেও এখন পর্যন্ত কমিশন গঠন করা হয়নি। এই কমিশনের টার্মস অব রেফারেন্স বা কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হবে তাও জানানো হয়নি।বি এস এন এল - ডি ও টি-র বিগত ২০১৭- র পর থেকে বেতন কাঠামোর পুন:বিন্যাস না হওয়ায় কর্মচারী ও পেনশনারদের কোন আর্থনৈতিক পরিবর্তন করা হয়নি।একই অবস্থা ব্যাংক,এল আই সি ও ই পি এফ সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রেও।অল ইন্ডিয়া ফোরাম অব সিভিল পেনশনার্স এসোসিয়েশন সমস্ত অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের ক্ষেত্রে এই ধরনের বঞ্চনা অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে। দাবি পূরণ হওয়া সাপেক্ষে লাগাতার আন্দোলন কর্মসূচিও জারি থাকবে।

আগরতলায় কৃষি বিভাগীয় রাষ্ট্রবাদী কর্মচারী সংঘের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন

আগরতলা, ২৪ আগস্ট : কৃষি বিভাগীয় রাষ্ট্রবাদী কর্মচারী সংঘের উদ্যোগে রবিবার অনুষ্ঠিত হলো ত্রিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলন। স্থান ছিল আগরতলার মুক্তধারা অডিটোরিয়াম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুশান্ত দেবসহ সংঘের কর্মীবৃন্দরা।

সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় বিধায়ক সুশান্ত দেব জানান, সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী কৃষকদের হাতে নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দিতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, যার ফলে কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, কৃষি বিভাগীয় রাষ্ট্রবাদী কর্মচারী সংঘ কৃষকদের নতুন সুবিধা ও প্রকল্প সম্পর্কে সচেতন করতে অব্যাহতভাবে কাজ করছে। সংঘের মূল লক্ষ্য একটাইকৃষকেরা যাতে কোনো সমস্যায় না পড়েন এবং আগের দিনের মতো দপ্তরের দরজায় দরজায় ঘুরতে না হয়।

২৫ বছরের দীর্ঘ সময় ধরে রাজ্যের মানুষকে হয়রানির যে সংস্কৃতি চলছিল, তা জনগণ উপলব্ধি করেছে। ২০১৮ সালে সেই নেতিবাচক ধারা থেকে বেরিয়ে এসে রাজ্যবাসী নতুন পথে হাঁটতে শুরু করেছে। বর্তমান সরকার ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে উন্নয়নের কাজে মনোনিবেশ করেছে। তবে এখনও কিছু কর্মচারী পুরোনো সরকারের মানসিকতা ও অভ্যাস আঁকড়ে ধরে আছে এবং তারা ইচ্ছাকৃতভাবে সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করছে। রবিবার মুক্তধারা অডিটরিয়ামে কৃষি বিভাগীয় সম্মেলনে এই মন্তব্য করেন বিধায়ক সুশান্ত দেব।

সম্মেলনে কৃষিক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয় বলে সংঘের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

ড্রামের ভিতর মিলল বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা

আগরতলা, ২৪ আগস্ট: গোপন খবরের ভিত্তিতে বিশাল সাফল্য মেলাঘর থানার পুলিশের। তৈবান্দাল চিন্তাহরন পাড়ার একটি পরিত্যক্ত জায়গা থেকে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ গাঁজা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযানে নেমে সিনটেক্স ড্রামের ভেতর লুকিয়ে রাখা ২৩২ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়। এর আনুমানিক বাজার মূল্য ৩ লক্ষাধিক টাকা।

পুলিশ জানিয়েছে, তিনটি বড় ড্রাম ও দুটি বস্তার মধ্যে এই গাঁজা গুলি প্যাকেট করে রাখা হয়েছিল। তবে এই ঘটনায় এখনো কাউকে আটক করা যায়নি। প্রাথমিক অনুমান, চোরাকারবারিরা মাদক পাচারের উদ্দেশ্যে এখানে মজুত করেছিল।

এ বিষয়ে মেলাঘর থানার এক কর্মকর্তা জানান, "গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আমরা অভিযান চালাই। বিশাল পরিমাণে মাদক উদ্ধার হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের খোঁজে তদন্ত শুরু হয়েছে।"

উল্লেখ্য, সম্প্রতি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বারবার মাদক উদ্ধার হওয়ায় উদ্বেগ বাড়ছে। পুলিশের দাবি, ভবিষ্যতেও এই ধরনের অভিযান চলবে এবং মাদক চক্রকে ধ্বংস করার জন্য কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কৃষ্ণটিলা ভিলেজে তৃণমূলস্তরে রাজনৈতিক পালাবদল, কংগ্রেসে যোগ ১১ পরিবারের ভোটারদের

আগরতলা, ২৪ আগস্ট: পাবিয়াছড়া বিধানসভার কৃষ্ণটিলা ভিলেজের দাঙ্গারাই পাড়ায় রাজনৈতিক সমীকরণে পরিবর্তন ঘটল। এলাকায় একযোগে ১১ পরিবারের মোট ৩৫ জন ভোটার কংগ্রেস দলে যোগদান করেছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই যোগদান কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। কংগ্রেস নেতৃত্বের উপস্থিতিতে ওই পরিবারগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে দলে নাম লেখান। কংগ্রেসের নেতৃত্বের দাবি, মানুষের আস্থা ক্রমশ কংগ্রেসের প্রতি বাড়ছে এবং এই যোগদান তারই স্পষ্ট প্রমাণ। তাদের আশা, আগামী দিনে আরও বহু মানুষ কংগ্রেসের পতাকাতলে আসবেন।

প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মেগা রক্তদান শিবির

আগরতলা, ২৪ আগস্ট : প্রতিবছর দেশে প্রায় ১১ মিলিয়ন ইউনিট রক্তের প্রয়োজন হলেও রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে সরবরাহ হয় মাত্র ৮ থেকে ৯ মিলিয়ন ইউনিট। এই ঘাটতি পূরণে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন ত্রিপুরার মন্ত্রী সুধাংশু দাস।

রবিবার আগরতলার আড়ালিয়া স্থিত প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত মেগা রক্তদান শিবিরে তিনি উল্লেখ্য কথাগুলো বলেন। রাজযোগিনী প্রকাশমণির ১৮তম তিরোধান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই রক্তদান শিবিরে বহু স্বেচ্ছাসেবী অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, রক্তদান মানবতার সর্বোত্তম দান। এটি শুধু জীবন রক্ষা করে না, সমাজে আত্মত্যাগ ও সহমর্মিতার বন্ধন আরও দৃঢ় করে তোলে।

কৈলাসহর গণেশ পূজা কমিটির ১১ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৪ আগস্ট: কৈলাসহর গণেশ পূজা কমিটির ১১ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে রবিবার পাণিচৌকি বাজারস্থিত মহাপ্রভুর আখড়ায় অনুষ্ঠিত হলো এক ব্যতিক্রমী 'বসে আঁকো প্রতিযোগিতা'।শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় চার শতাধিক ছাত্রছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তাদের শিল্প প্রতিভার প্রকাশ ঘটায়।অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে তিনি বলেন, 'কৈলাসহর শহর আজ গর্বিত, কারণ আমাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের মেধা ও প্রতিভাকে রঙ-তুলি দিয়ে প্রকাশ করছে। শুধু পড়াশোনায় নয়, সৃজনশীলতার দিক থেকেও তারা সমানভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। গণেশ পূজা কমিটি দীর্ঘ ১১ বছর ধরে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এই বসে আঁকো প্রতিযোগিতা আগামী দিনের শিল্পী তৈরি করার পথে এক মূল্যবান পদক্ষেপ। আমি আশা করি আগামী দিনে আরও বেশি সংখ্যক শিশু এ ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে এবং কৈলাসহরের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে সমৃদ্ধ করবে।"

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাণিচৌকি বাজার কমিটির সম্পাদক অসীম পালসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের হাতে পরবর্তীতে পুরস্কার ও সনদপত্র তুলে দেওয়ার কথা রয়েছে।

ত্রিপুরা সংস্কৃতি সমন্বয় কমিটি বিলোনীয়া শাখার উদ্যোগে সলিল চৌধুরীর জন্মশত বর্ষ উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৪ আগস্ট: 'আমি ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম আমার ঠিকানা' এ গানের স্রষ্টা সলিল চৌধুরীর জন্মশত বর্ষ উদযাপন, নাচ,গান কবিতার মধ্যে দিয়ে নব প্রজন্মের কাছে বার্তা দিল ত্রিপুরা সংস্কৃতি সমন্বয় কমিটি বিলোনীয়া শাখা।

রবিবার বেলা বারটায় বিলোনীয়া প্রবীন সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিত্ব জহর চক্রবর্তী কে সভাপতি করে ত্রিপুরা সমন্বয় কমিটি বিলোনীয়া বিভাগীয় অফিস প্রাঙ্গনে সলিল চৌধুরীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান।

শ্রদ্ধার্ঘ অনুষ্ঠানের পর সমন্বয় অফিসের হল ঘরে শুরু হয় মুল অনুষ্টান।

অনুষ্ঠান শুরুতে স্বাগত ভাষনের মধ্যে দিয়ে সলিল চৌধুরীর জীবনী নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন সংস্কৃতি সমন্বয় কমিটি বিলোনীয়া শাখার সম্পাদক লিটন চক্রবর্তী।

সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করেন অনুষ্ঠানের উদ্বোধক জহর চক্রবর্তী, আলোচনা শেষে বিভিন্ন শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত হয় নাচ,গান, আবৃত্তি।

শ্রোতাদের উপসিতি তে এক সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের মধ্যে দিয়ে সলিল চৌধুরী জন্ম শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক দীপংকর সেন, অশোক মিত্র,সংগঠনের সভাপতি রতন ভৌমিক, সাহিত্যিক হরিনারায়ণ সেন গুপ্ত,সহ অন্যান্যরা।

স্বর্ণকমল জুয়েলার্স সফলভাবে আয়োজন করল দ্য গোল্ডেন রান সিটি ম্যারাথন ২০২৫

আগরতলা, ত্রিপুরা — ২৪শে আগস্ট ।। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, কিসনা ডায়মন্ড ও গোল্ড জুয়েলারির সহযোগিতায় সফলভাবে আয়োজন করল দ্য গোল্ডেন রান — সিটি ম্যারাথন ২০২৫-এর দ্বিতীয় সংস্করণ। মাত্র দুই বছরের মধ্যেই এ ইভেন্টটি সবচেয়ে প্রতীক্ষিত ফিটনেস ও সামাজিক সমাবেশের একটি হয়ে উঠেছে। এতে ত্রিপুরা, আসাম এবং এমনকি পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ থেকেও উৎসাহী অংশগ্রহণ দেখা গেছে।

ম্যারাথনটি উদ্বোধন করেন মাননীয় ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক মন্ত্রী, শ্রী টিঙ্কু রায়, যেখান থেকে দৌড় শুরু হয় উমাকান্ত একাডেমি স্কুল ময়দান থেকে এবং সমাপ্ত হয় এলবার্ট এক্কা ওয়ার মেমোরিয়াল পার্ক, আগরতলায়। প্রতিযোগিতাটি তিনটি বিভাগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল — পুরুষ, মহিলা ও সিনিয়র ক্যাটাগরি, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা অসাধারণ উদ্যম, ক্রীড়াত্মক মানসিকতা এবং দৃঢ় সংকল্প প্রদর্শন করেন।

বিজয়ীদের তালিকা

পুরুষ বিভাগ

১ম: টিখেশ্বর কুর্মি

২য়: সৌরভ হোসেন

৩য়: আকাশ বর্মন

মহিলা বিভাগ

১ম: সেরলিবন তেরমপি

২য়: লক্ষ্মী রানি ত্রিপুরা

৩য়: ফুলমনি উরাং

সিনিয়র বিভাগ

১ম: মাহাবুল আলম

২য়: রুদ্রেশ্বর ড

৩য়: সদাজান মির্ধা

সব বিজয়ীদেরকে পুরস্কারের অর্থমূল্য, স্মারক ও মেডেল প্রদান করেন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স-এর প্রতিষ্ঠাতা। প্রতিযোগিতার সময় নির্ধারণ ও তত্ত্বাবধান করেন ত্রিপুরা অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশন।

টেকসই উন্নয়নের অঙ্গীকার ফিটনেস ও সুস্থ জীবনধারা প্রচারের পাশাপাশি এ বছরের ম্যারাথন পরিবেশ রক্ষার বার্তাও বহন করেছে। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স ঘোষণা করেছে যে আগামী এক বছরের মধ্যে তারা ১,৫০০—২,০০০টি গাছ রোপণ করবে, যা একটি সবুজতর ত্রিপুরা গড়ার প্রতিশ্রুতি জোরদার করবে।

এই উপলক্ষে স্বর্ণকমল জুয়েলার্স-এর প্রতিষ্ঠাতা বলেন:"দ্য গোল্ডেন রান শুধু একটি দৌড় নয়, এটি ত্রিপুরার মানুষকে সুস্থ জীবনধারা ও মজবুত সম্প্রদায় গড়ার জন্য অনুপ্রাণিত করার আমাদের প্রচেষ্টা। একইসাথে আমরা টেকসই উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে চাই, আর আমাদের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সেই দিকেই একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।"

অনুষ্ঠানটি উৎসবমুখর পরিবেশে সমাপ্ত হয় যেখানে অংশগ্রহণকারী ও দর্শকরা একসাথে আনন্দ উদযাপন করেন। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স সকল দৌড়বিদ, সহযোগী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এবং আগত উৎসব মরশুম ও সবার সুস্বাস্থ্যের জন্য শুভকামনা জানায়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas